এডিআই
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

www.adibd.org

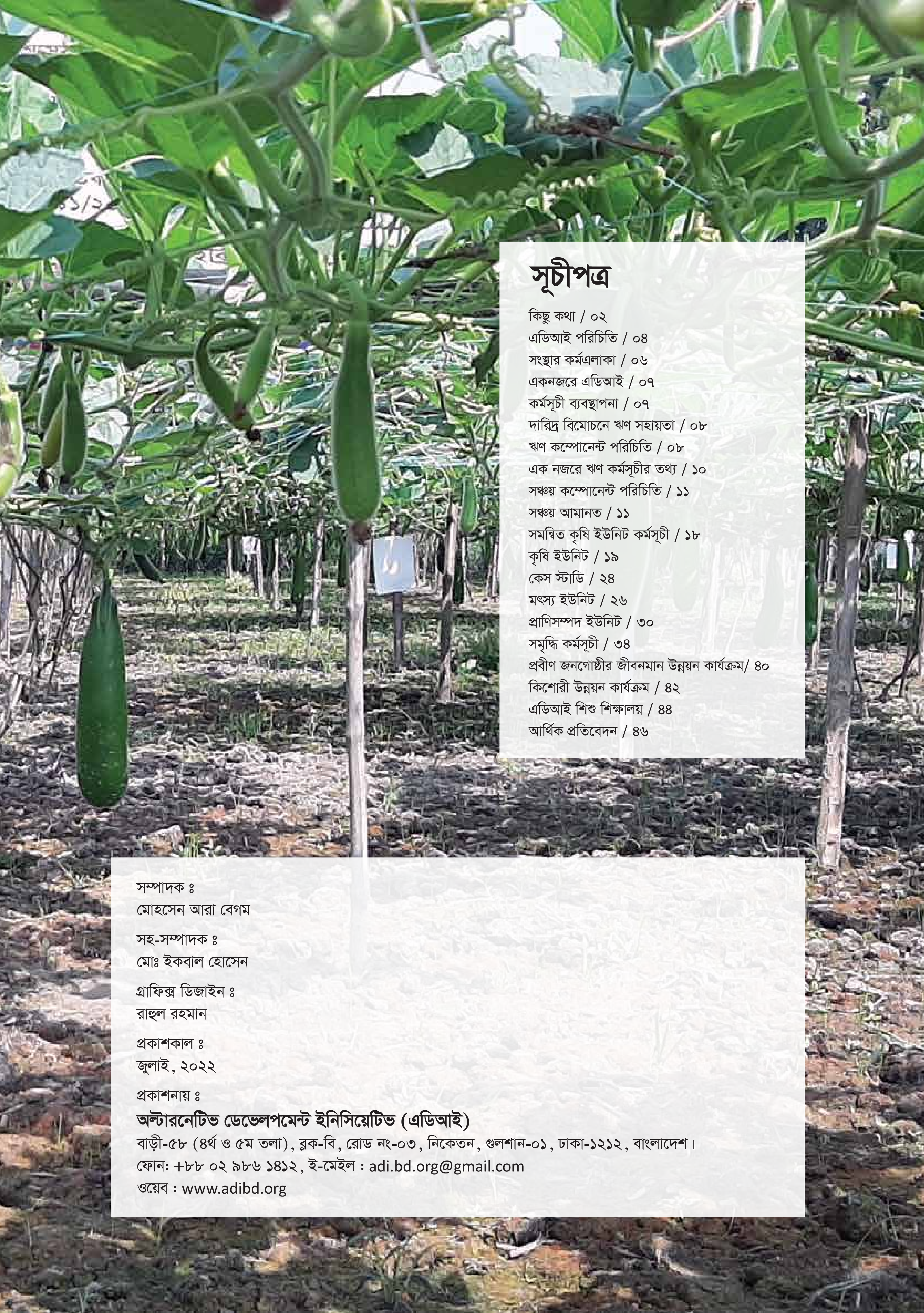

সূচীপত্র

কিছু কথা / ০২
এডিআই পরিচিতি / ০৪
সংস্থার কর্মএলাকা / ০৬
একনজরে এডিআই / ০৭
কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা / ০৭
দারিদ্র বিমোচনে ঋণ সহায়তা / ০৮
ঋণ কম্পোনেন্ট পরিচিতি / ০৮
এক নজরে ঋণ কর্মসূচীর তথ্য / ১০
সঞ্চয় কম্পোনেন্ট পরিচিতি / ১১
সঞ্চয় আমানত / ১১
সমন্বিত কৃষি ইউনিট কর্মসূচী / ১৮
কৃষি ইউনিট / ১৯
কেস স্টাডি / ২৪
মৎস্য ইউনিট / ২৬
প্রাণিসম্পদ ইউনিট / ৩০
সমৃদ্ধি কর্মসূচী / ৩৪
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম/ ৪০
কিশোরী উন্নয়ন কার্যক্রম / ৪২
এডিআই শিশু শিক্ষালয় / ৪৪
আর্থিক প্রতিবেদন / ৪৬

সম্পাদক ঃ
মোহসেন আরা বেগম

সহ-সম্পাদক ঃ
মোঃ ইকবাল হোসেন

গ্রাফিক্স ডিজাইন ঃ
রাহুল রহমান

প্রকাশকাল ঃ
জুলাই, ২০২২

প্রকাশনায় ঃ
অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
বাড়ী-৫৮ (৪র্থ ও ৫ম তলা), ব্লক-বি, রোড নং-০৩, নিকেতন, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
ফোনঃ +৮৮ ০২ ৯৮৬ ১৪১২, ই-মেইল : adi.bd.org@gmail.com
ওয়েব : www.adibd.org

কিছু কথা

সংস্থার অগ্রযাত্রায় যুক্ত হলো আরও একটি বছর। ১৯৯৩ সন হতে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়ে ২০২২ সন দীর্ঘ ২৯ বছর সংস্থার উন্নয়ন গতিধারা অব্যহত রয়েছে। কোভিড ১৯ এর প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও সংস্থার কার্যক্রম ছিল গতিশীল। দুঃসময়েও সংস্থা তার উপকৃত সদস্যদের সকল সেবা যেমন ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম, সামাজিক কর্মসূচী তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন, যুবউন্নয়ন, কৃষি, মৎস্য এবং পশুপালন, কিশোরী উন্নয়ন, সামাজিক জনসচেতনতা ও অনুপ্রেরনা, আর্থিক পরিষেবা, ত্রান ও অনুদান, চিকিৎসা সেবা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রদানে অঙ্গিকারবদ্ধ ছিল। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের উন্নয়ন সেবার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে সংস্থার এই বার্ষিক প্রতিবেদনে।

সংস্থার সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সকল উন্নয়ন সহযোগী (এমআরএ, পিকেএসএফ, বিভিন্ন ব্যাংক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, জয়েন্টস্টক কোম্পানি, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়) এবং সংস্থার কর্মী-কর্মকর্তা যাদের আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টায় সকলের ক্রমাগত পরামর্শ এবং আর্থিক সহায়তায় সংস্থার জনবান্ধব কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে যেরূপ আন্তরিক সহায়তা প্রদান করেছে সংস্থা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সংস্থা বিশ্বাস করে তাঁদের অবদানে অর্জিত হচ্ছে উন্নয়ন যাত্রার সাফল্য ও অর্জন।

এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নানামুখী প্রতিবন্ধকতা সংস্থার উন্নয়ন গতিধারাকে দৃঢ় করেছে, সংস্থা তার লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সমষ্টিগত শক্তি ও মনোবল সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সহস্র যুগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সবশেষে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের উন্নয়ন সহযোগী যাদেরকে আমরা চিরদিনের জন্য হারিয়েছি, তাঁদের পরিবারের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট ঐ সকল বিদেহী আত্মার পরম শান্তি কামনা করছি।

সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

সংস্থার পক্ষে

মোহসেন আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক

নির্বাহী পরিচালক

এডিআই পরিচিতি

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক সংস্থা। কয়েকজন সমমনা উন্নয়নকামী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এডিআই-এর মূল লক্ষ্য, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো। সংস্থা সমন্বিত উন্নয়ন ধারায় বিশ্বাস করে যা কিনা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা।

সংস্থার আইনগত ভিত্তি ঃ

- সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৩ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধীকরণ নং ঢ-০৩০২০, তারিখ ঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং।
- সংস্থা এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো হতে ১৯৯৫ সালে নিবন্ধিত হয়। যার নিবন্ধীকরণ নং এফ.ডি.-৯০২, তারিখ ঃ ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ ইং।
- সংস্থা সার্টিফিকেট অব রেজিষ্ট্রেশন অব সোসাইটিস এ্যাক্ট **XXI**, ১৮৬০ ইং অনুসারে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী কর্তৃক ২০০১ সালে নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধী-করণ নং এস- ২৬৪২(৫৫)/২০০১,তারিখ ঃ ১৫ নভেম্বর ২০০১ইং।
- সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে সনদ লাভ করে যার নং ০০৭১১-০০০২৭-০০০০৩০৩, তারিখ ২০ জুলাই ২০০৮ ইং।
- সংস্থার ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন ঃ ০০২১৫৫৯৮৯ - ০১০১
- সংস্থার টিন ঃ ৫৪৯৭৭৩৭৮৮৬৫৭

সংস্থা নিম্নোক্ত ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত ঃ

- মাইক্রো ক্রেডিট সামিট, ওয়াশিংটন, ইউএসএ
- **CDF** ঃ ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
- **NEARS** ঃ নেটওয়ার্াক ফর এনসিউরিং এডোলিসেন্ট রিপ্রোডাকটিভ হেল্থ রাইটস এন্ড সার্ভিসেস
- **BACMAH** ঃ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর চাইল্ড এন্ড এডোলিসেন্ট মেন্টাল হেলথ এন্ডফ্যামেলি
- **ATCB** ঃ এসোসিয়েশন অফ থেরাপিউটিক কাউন্সিলরস, বাংলাদেশ

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ

সাধারণ পরিষদ: সংস্থা পরিচালনায় সুষ্ট ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি স্থায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমাজের জ্ঞানীগুণী ২১ জন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংস্থার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদ থেকে নির্বাচিত ৭ সদস্য নিয়ে সংস্থার বোর্ড / নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

নির্বাহী পরিষদ সদস্যবৃন্দ

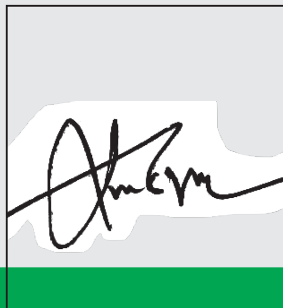

জনাব সৈয়দ সাদউল্লাহ
চেয়ারম্যান

জনাব মোহসেন আরা বেগম
সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক

জনাব মোঃ আনিছুল ইসলাম
পরিচালক

জনাব হোসনে আরা বেগম
পরিচালক

জনাব এম এম আনিছুর রহমান
পরিচালক

জনাব নূর আহম্মদ
পরিচালক

জনাব শামীম আরা বেগম
পরিচালক

Geographical coverage of adi

Dhaka North Region Branch Name
- Tongi
- Uttara
- Asulia
- Mirer Bazar
- Konabari

Dhaka South Region Branch Name
- Lalbag
- Ati Bazar
- Kalatia
- Hemayetpur
- Abdullahpur

Magura Region Branch Name
- Magura Sadar-01
- Alokdia
- Kamarkhali
- Radhanagor
- Arpara
- Magura Sadar-02

Amuria Region Branch Name
- Amuria
- Gangarampur
- Rajapur
- Narail
- Hobokhali
- Narikel Baria

Faridpur Region Branch Name
- Jamalpur
- Baliakandi
- Kanaipur
- Satair
- Kadirdi

Cumilla Region Branch Name
- Debidwar
- Nimsar
- Kangshanagar
- Varashar Bazar
- Siddheswari

Chandina Region Branch Name
- Mohichail-01
- Dhamti
- Chandina
- Mohichail-02

Chandpur Region Branch Name
- Nawabpur
- Maligaon
- Sachar
- Kachua
- Batakandi

Chattog ram Region Branch Name
- Bandar
- Colonel Hat
- Andarkilla
- Pahartali

Divisions
Working Zone
Branch office
working Division boundary
Existing working district
New Expansion district

Existing Working Districts
1. Dhaka
2. Gazipur
3. Manikganj
4. Munshiganj
5. Magura
6. Jashore
7. Narail
8. Faridpur
9. Rajbari
10. Chandpur
11. Cumilla
12. Chattogram

Key numbers

No. of Branch Office	45
No. of Region Office	9
No. of Zone office	4
No. of Divison	3
No. of District Covered	12
No. of Upazilla Covered	47

Proposed Expansion Districts
1. Noakhali
2. Feni
3. B. Baria
4. Gopalganj
5. Narsingdi
6. Kushtia

45	350	59755	46729	151.31 Crore BDT	60.97 Crore BDT
Existing Branches	Staff	Total Members	Total Borrowers	Total Loan Outstanding	Total Savings

একনজরে এডিআই

৫৯৭৫৫

মোট সদস্য সংখ্যা

৬০.৯৭ কোটি টাকা

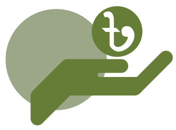

মোট সঞ্চয়

৪৬৭২৯

মোট ঋণী

১৫১.৩১ কোটি টাকা

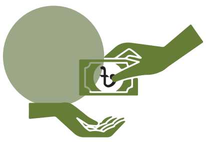

মোট ঋণ স্থিতি

৪৫

ব্রাঞ্চ

৩৫০

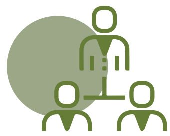

মোট ষ্টাফ

কর্মসূচী ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তাঁকে সহযোগিতা করছে মূলতঃ কেন্দ্রীয় প্রশাসন, কর্মসূচী এবং হিসাব বিভাগ। ৪টি জোনে ৯টি আঞ্চলিক অফিস, কেন্দ্রীয় অফিসের তত্ত্বাবধানে থেকে ৪৫টি ব্রাঞ্চের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে। প্রতিটি ব্রাঞ্চে ১ জন করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক এবং ৪-৬ জন কমিউনিটি অর্গানাইজার রয়েছে। সংস্থায় মোট ৩৫০ জন স্টাফ রয়েছে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ২৪ জন, ঋণ কর্মসূচীতে ২৭৬ জন (জোনাল/ আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০ জন এবং ব্রাঞ্চ পর্যায়ে ২৫৬ জন) সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৫০ জন।

স্টাফদের কাজে দক্ষতা ও সংস্থার প্রতি আন্তরিক এবং অনুগত হওয়ার জন্য সংস্থা অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিয়মিতভাবে পাক্ষিক ভিত্তিতে “ব্রাঞ্চের কর্মী সভা”, মাসিক ভিত্তিতে “আঞ্চলিক সমন্বয় সভা” এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে “কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় সমন্বয় সভার” আয়োজন করা হয়। সভায় প্রতিটি স্তরে কাজের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন, অগ্রগতি, কাজের গুনগত মান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দারিদ্র বিমোচনে ঋণ সহায়তা

এডিআই এর মূল কার্যক্রম হলো ঋণ সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্রতা কমিয়ে জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে এডিআই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে পিকেএসএফ, মিউচুয়াল ট্রাস্ট, মিডল্যান্ড, সাউথইস্ট, মার্কেন্টাইল, সাউথবাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স এবং ট্রাস্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এই কার্যক্রমের পরিধি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়ে মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঋণ কম্পোনেন্ট পরিচিতি

জাগরণ (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী)

ভূমিহীন, শ্রমজীবি পরিবার, ক্ষুদ্র পেশাজীবি পরিবার, প্রান্তিক চাষী, স্বামী পরিত্যক্তা এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সদস্যদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২.৭% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

অগ্রসর (এন্টারপ্রাইজ)

ঋণ গ্রহীতা যারা ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ বা উদ্যোগ গ্রহণ করছে তাদের ব্যবসার পুজি সরবরাহের জন্য সাপ্তাহিক, মাসিক ভিত্তিতে এবং ১-২ বৎসর মেয়াদী ১২.৭% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

সুফলন (মৌসুমী)

মৌসুম ভিত্তিক কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য চাহিদা মোতাবেক মাসিক ২% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

কেজিএফ সুফলন (মৌসুমী)

কর্মসূচীর আওতায় সদস্য'দের কৃষি পন্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সহায়ক কার্যক্রমে মৌসুম ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক মাসিক ২% সার্-ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

বুনিয়াদ (অতিদরিদ্র)

অতি দরিদ্র, ভিক্ষুক, ভূমিহীন, বৃদ্ধ কিন্তু কর্মক্ষম, দৈহিকভাবে প্রতিবন্ধী, অন্য লোকের আশ্রয়ে বসবাসরত অদক্ষ লোক, দাসত্ব শ্রম, গৃহভৃত্য, যার আর কোন আয়ের উৎস নেই তাদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১০% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

সমৃদ্ধি আয়বৃদ্ধিমূলক (আইজিএ)

প্রকল্পের আওতাধীন সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সাপ্তাহিক এবং মাসিক ভিত্তিতে ১২.৭% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

সমৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (এলআইএল)

সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক ভিত্তিতে ৮% সার্ভিস চার্জ হারে ঋণ প্রদান

সমৃদ্ধি সম্পদ সৃষ্টি (এসিএল)

সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য মাসিক কিস্তিতে ৮% সার্ভিসচার্জ হারে ঋণ প্রদান।

লাইভলিহুড রেস্টোরেশন (এলআরএল)

কাভিড ১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনগোষ্টির কর্মকান্ড পুনরূদ্ধার এর জন্য বিশেষায়িত ঋণ ৯.৫% এবং ৪% সার্ভিসচার্জ হারে ঋণ প্রদান।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমডিপি)

কাভিড ১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পু-নরূদ্ধারে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষায়িত ঋণ হিসাবে ৯.৫% সার্-ভিসচার্জ হারে ঋণ প্রদান।

এক নজরে ঋণ কর্মসূচীর তথ্য

কম্পোনেন্ট				২০২১-২০২২
	মোট সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় (কোটি টাকা)	ঋণী সংখ্যা	ঋণ স্থিতি (কোটি টাকা)
জাগরন	৫০১৮০	৪৪.৪৮	৩৮১০৭	৯০.২৫
অগ্রসর	৫৮৭১	১২.৩১	৫০৩৯	৪৬.৫৯
বুনিয়াদ	১৭৭৫	১.৪৩	১৩৪৪	১.২২
সুফলন	০	০	১৭২৯	৩.১৯
কেজিএফ সুফলন	০	০	৩৮৪	০.৭৪
সমৃদ্ধি (আইজিএ)	১১৭০	০.৯৬	৯০১	২.৪৫
সমৃদ্ধি (এলআইএল)	০	০	৬২	০.০৭
সমৃদ্ধি (এসিএল)	০	০	৮৫	০.০৮
এলআরএল ১ম এবং ২য়	২৩৭	০.২৮	৭৮২	১.৯৩
এমডিপি এ এফ / অগ্রসর	২৯৬	১.২১	২৯১	২.৫২
এএসএল /এসএমই	২২৬	০.৩০	২৩৭	২.২৮
	৫৯৭৫৫	৬০.৯৭	৪৬৭২৯	১৫১.৩২

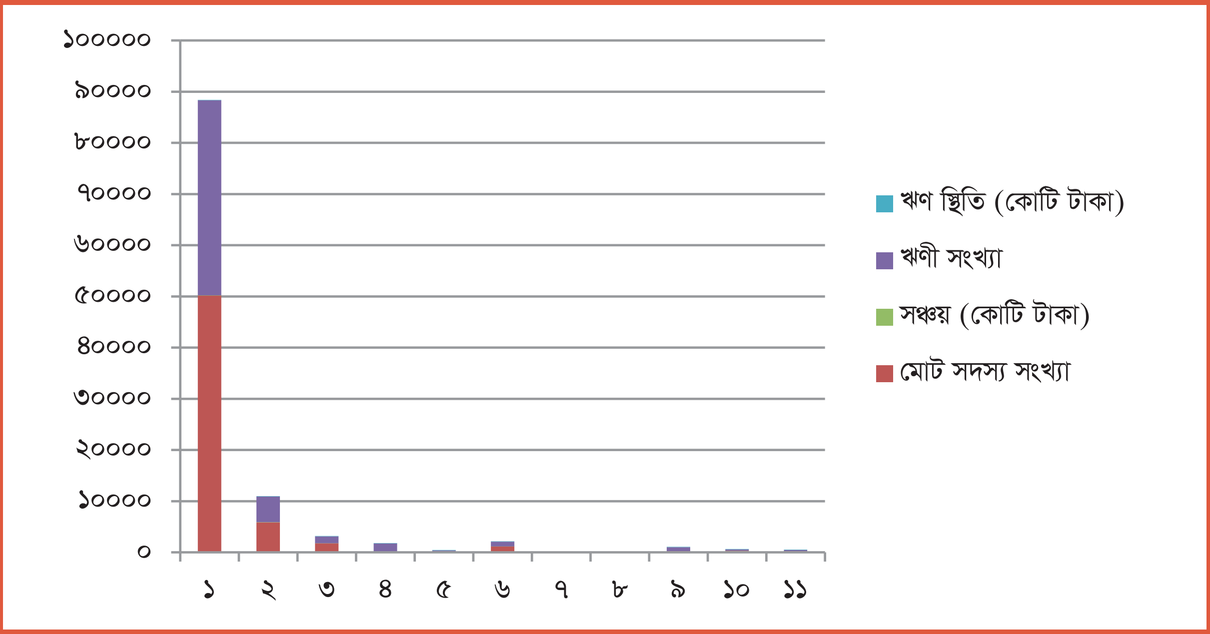

কম্পোনেন্ট ভিত্তিক ঋণ কার্যক্রম এর সার্বিক অবস্থা

নিম্ন টেবিলে তিন বছরের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হল :

বিবরণ	জুন' ২০২০	জুন' ২০২১	জুন' ২০২২
ঋণ বিতরণ (কোটি)	১৪৭.২৮	১৩৬.৩৫	২৩৩.৩৬
ঋণ স্থিতি (কোটি)	৯৬.৪৮	৯৭.৫৯	১৫১.৩২
ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি	৬.২৯	১.১০	৫৩.৭৩
গড় ঋণস্থিতি (শাখা)	২.৮৪	২.৮৭	৩.৩৬
গড় ঋণস্থিতি	৩০০২৯	২৫৯৮৩	৩২৩৮০
চলতি ঋণ আদায়(%)	৯৭.৮১ %	৯২.১৯ %	৯৮.১৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় (%)	৯৯.৩৯ %	৯৮.৪১ %	৯৮.৮৪

চলতি ঋণ আদায়ের হার ৯৮.১৩ % এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায় হার ৯৮.৮৪% ।

সঞ্চয় কম্পোনেন্ট পরিচিতি

এডিআই বিশ্বাস করে গরীব মানুষের আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি করে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র হতে বের করে আনা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে সঞ্চয় কার্যক্রম বিশৃঙ্খ্যতার সাথে পরিচালনা দ্রারিদ্রতা বিমোচনের জন্য গুরুত্বপুর্ণ কার্যক্রম। সংস্থায় তিন ধরণের সঞ্চয় পরিচালিত হচ্ছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

ক) নিয়মিত/বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ঃ সমিতিভূক্ত সকল সদস্যর সম্মতিতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে একটি অভিন্ন হারে সঞ্চয় জমা করে থাকে, তাকে বাধ্যতামুলক সঞ্চয় বলা হয়। উক্ত সঞ্চয়ের উপর ৬% হারে লাভ প্রদান করা হয়।

খ) মাসিক সেচ্ছা সঞ্চয় (এমভিএস) ঃ সমিতির সদস্য কর্তৃক সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে যে কোন পরিমাণ সঞ্চয় জমা করে থাকে এবং যে কোন সময় উত্তোলন করতে পারে,তাকে মাসিক সেচ্ছা সঞ্চয় বলা হয়। উক্ত সঞ্চয়ের উপর ৬% হতে ১২% হারে লাভ প্রদান করা হয়।

গ) মেয়াদী সঞ্চয় ঃ মেয়াদী সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সদস্য'র সাথে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ের বিপরীতে নির্দিষ্ট মেয়াদে এবং নির্দিষ্ট হারে লাভ প্রদান করা হয়। সংস্থায় তিন ধরণের মেয়াদী সঞ্চয় প্রচলিত রয়েছে ঃ

- মাসিক সঞ্চয় স্কীম (এমডিএস) ঃ সমিতির সদস্য কর্তৃক মাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত হারে নির্দিষ্ট সময়ের (সর্বনিম্ন ৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর) জন্য যে সঞ্চয় জমা করে থাকে, তাকে মাসিক সঞ্চয় বলা হয়। উক্ত সঞ্চয়ের উপর ১০-১২% হারে লাভ প্রদান করা হয়।
- মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় (এমপিডি) ঃ সদস্য কর্তৃক ন্যূনতম ২৫,০০০(পঁচিশ হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ যে কোন পরিমাণ পর্যন্ত (হাজারের হিসাব অনুযায়ী) নির্দিষ্ট সময়ের (সর্বনিম্ন ১ বছর) জন্য সংস্থার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রেখে ১২% হারে মাসিক ভিত্তিতে লাভ/ মুনাফা গ্রহণ করে থাকে, তাকে মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় বলা হয়।
- স্থায়ী সঞ্চয় (এফডি) ঃ সদস্য কর্তৃক যে কোন পরিমাণ অর্থ(ন্যূনতম ১০,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ যে কোন পরিমাণ পর্যন্ত হাজারের হিসাব অনুযায়ী) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংস্থার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখে এবং সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পরে জমাকৃত টাকা লাভসহ এককালীন প্রদান করে থাকে, তাকে স্থায়ী সঞ্চয় বলা হয়। উক্ত সঞ্চয়ের উপর বছরভিত্তিক সর্বনিম্ন ১০% এবং সর্বোচ্চ ১২.৫% চক্রবৃদ্ধি হারে লাভ প্রদান করা হয়।

সঞ্চয় আমানত

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্টের নাম	সাধারণ/ বাধ্যতামুলক সঞ্চয় (কোটি)	মাসিক আমানত (কোটি)	স্থায়ী এবং মাসিক মুনাফাভিত্তিক আমানত (কোটি)	মোট সঞ্চয় (কোটি)
০১	জাগরণ	৩০.৭৩	১৩.০৪	০.৭১	৪৪.৪৮
০২	অগ্রসর	৯.৮৯	২.৩৭	০.০৪	১২.৩১
০৩	বুনিয়াদ	০.৭৭	০.৬৫	০.০১	১.৪৩
০৪	সমৃদ্ধি	০.৭২	০.২৪	০.০০৫	০.৯৬
০৫	এলআরএল ১ম এবং ২য়	০.১৭	০.১১	০	.০২৮
০৬	এমডিপি অগ্রসর এবং এ এফ	০.৭১	০.৫০	০	১.২১
০৭	এএসএল /এসএমই	০.২৭	০.০৩	০	০.৩০
	মোট	**৪৩.২৬**	**১৬.৯৪**	**০.৭৭**	**৬০.৯৭**

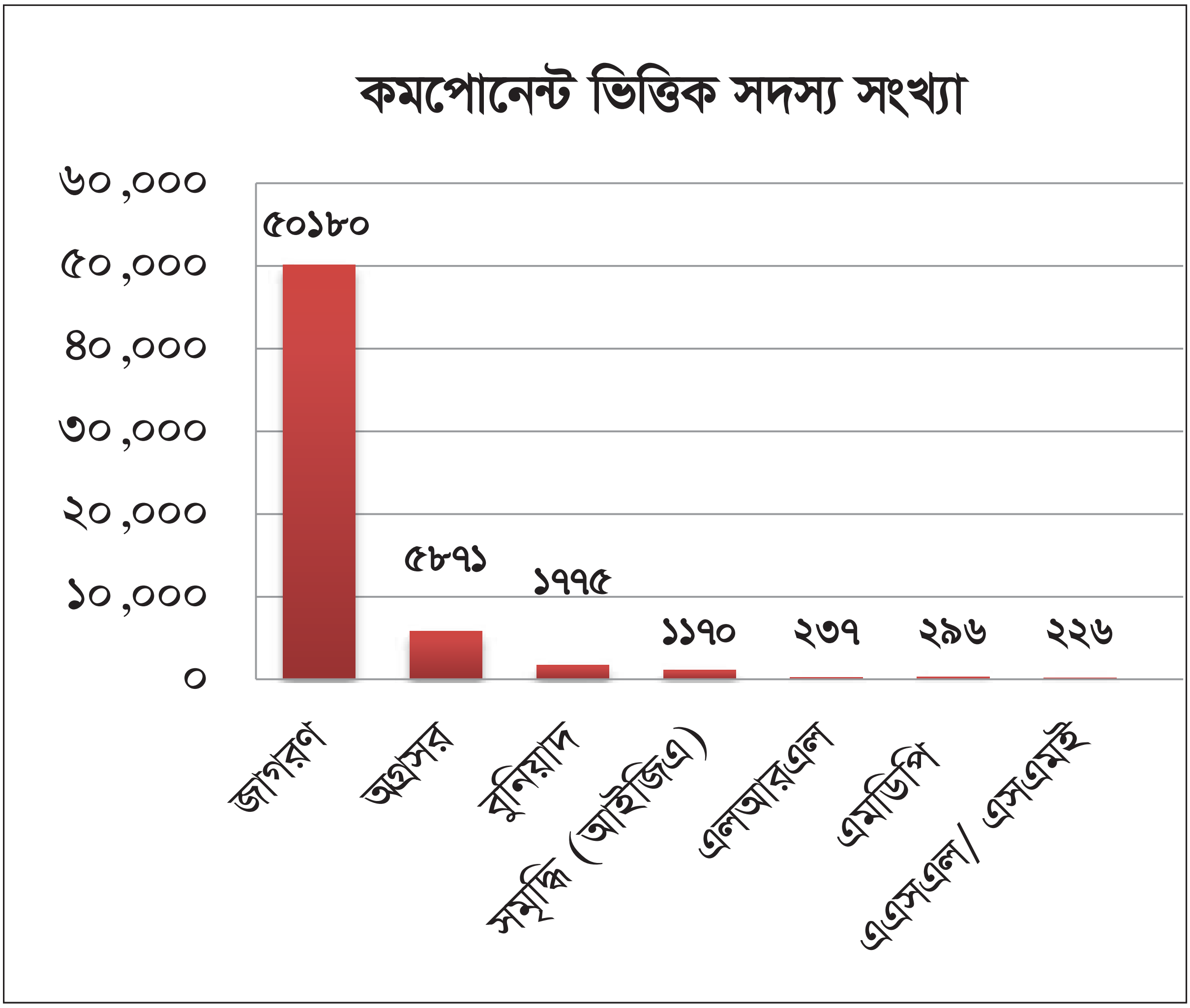
কমপোনেন্ট ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা
৬০,০০০
৫০,০০০
৪০,০০০
৩০,০০০
২০,০০০
১০,০০০
০
৫০১৮০
৫৮৭১
১৭৭৫
১১৭০
২৩৭
২৯৬
২২৬
জাগরণ
অগ্রসর
বুনিয়াদ
সমৃদ্ধি (আইজিএ)
এলআরএল
এমডিপি
এএসএল/ এসএমই

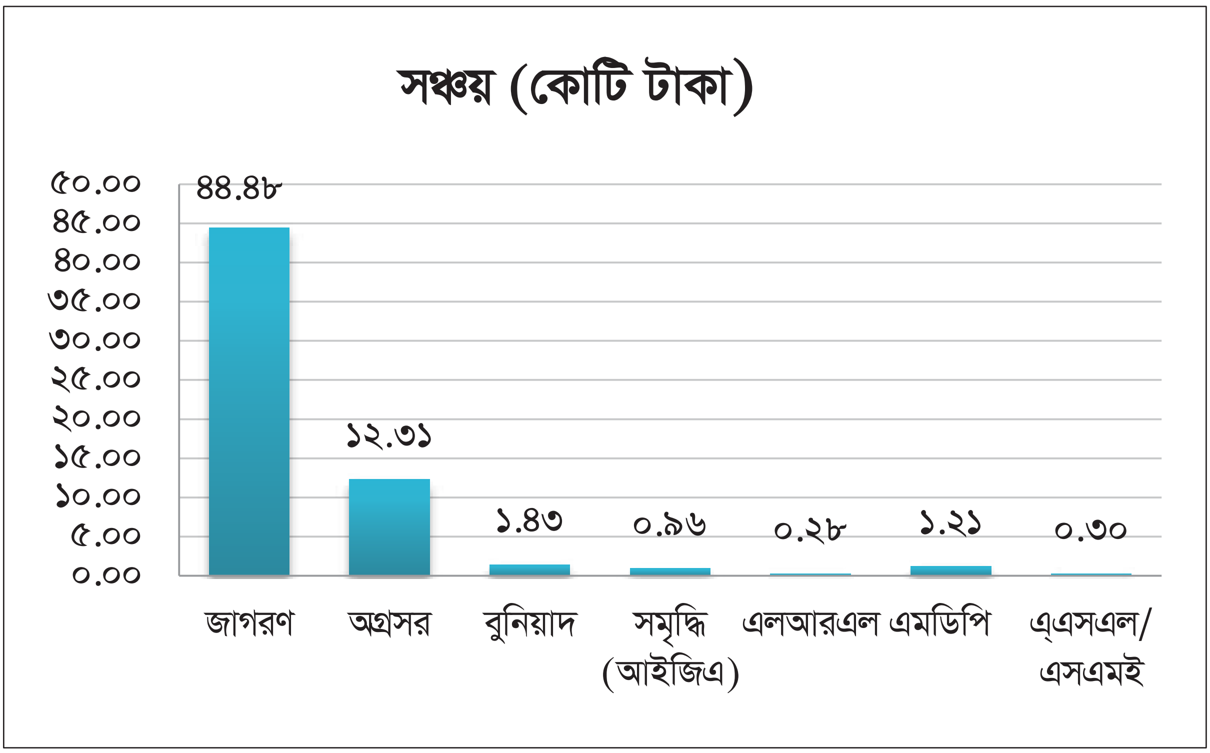
সঞ্চয় (কোটি টাকা)
৫০.০০
৪৫.০০
৪০.০০
৩৫.০০
৩০.০০
২৫.০০
২০.০০
১৫.০০
১০.০০
৫.০০
০.০০
৪৪.৪৮
১২.৩১
১.৪৩
০.৯৬
০.২৮
১.২১
০.৩০
জাগরণ
অগ্রসর
বুনিয়াদ
সমৃদ্ধি (আইজিএ)
এলআরএল
এমডিপি
এএসএল/ এসএমই

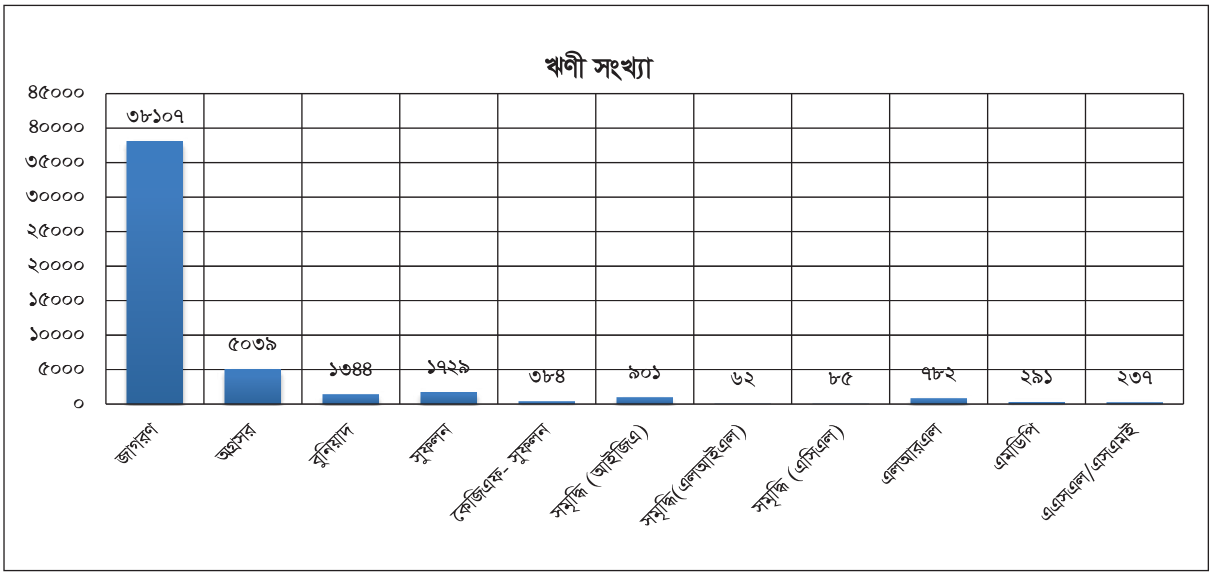
ঋণী সংখ্যা
৪৫০০০
৪০০০০
৩৫০০০
৩০০০০
২৫০০০
২০০০০
১৫০০০
১০০০০
৫০০০
০
৩৮১০৭
৫০৩৯
১৩৪৪
১৭২৯
৩৮৪
৯০১
৬২
৮৫
৭৮২
২৯১
২৩৭
জাগরণ
অগ্রসর
বুনিয়াদ
সুফলন
কেজিএফ- সুফলন
সমৃদ্ধি (আইজিএ)
সমৃদ্ধি(এলআইএল)
সমৃদ্ধি (এসিএল)
এলআরএল
এমডিপি
এএসএল/এসএমই

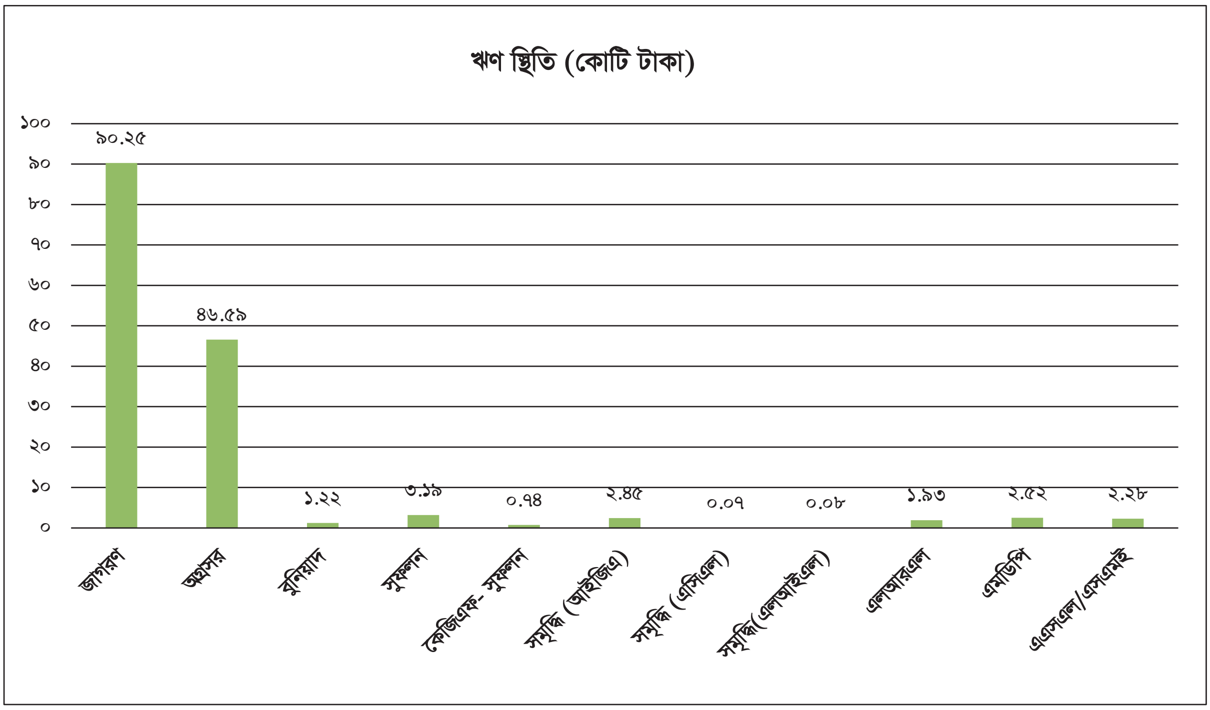
ঋণ স্থিতি (কোটি টাকা)
১০০
৯০
৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০
৯০.২৫
৪৬.৫৯
১.২২
৩.১৯
০.৭৪
২.৪৫
০.০৭
০.০৮
১.৯৩
২.৫২
২.২৮
জাগরণ
অগ্রসর
বুনিয়াদ
সুফলন
কেজিএফ- সুফলন
সমৃদ্ধি (আইজিএ)
সমৃদ্ধি (এসিএল)
সমৃদ্ধি(এলআইএল)
এলআরএল
এমডিপি
এসএল/এসএমই

জাগরণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লাভজনক ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও পুঁজি গঠনে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্রতা কমিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। যে সদস্যদের হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, সেলাই মেশিন ক্রয়, শাক-সব্জিচাষ, কুটিরশিল্প, রিকশা-ভ্যান ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যাবসা খাতে ৫-৯৯ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৫০,১৮০ জন সদস্যর মাঝে এই কর্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অর্থবছর শেষে ৩৮,১০৭ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ৯০.২৫ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে। এই পর্যন্ত ৩,৮৫,০৫৭ জনকে ৮১৭.৬৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

দ্রঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সদস্য ব্যবসা সম্প্রসারন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে "অগ্রসর" ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উদ্যোক্তাদের ১ লক্ষ - ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তারা বেকারী, ওয়ার্কশপ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, তাঁতশিল্প, টেইলারিং, মিনিগার্মেন্টস, স্টেশনারী দোকান, খাবার হোটেল, কাঠেরব্যবসা, মাটির কাজ, পোল্ট্রি, গো-খামার, মৎস্য চাষ,খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্লিনিক ইত্যাদি ব্যবসায় ঋণ গ্রহন করছে। অর্থবছর শেষে ৫,০৩৯ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ৪৬.৫৯ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে। কার্যক্রম শুরু হতে এই পর্যন্ত মোট ২৮,৫০৩ জন ঋণীকে ৩০৩.৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সুফলন ঋণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের মৌসুমভিত্তিক যেমন কোরবানির ঈদের সময় গরু মোটা-তাজাকরণ, ছাগলপালন, পোলট্রি ফার্ম, ধান, আলু, শাকসবজি, পাট, মরিচ, ভুট্টা ও মাছ চাষের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষীদের এককালীন (৫ মাস পর) পরিশোধযোগ্য সুফলন ঋণ ৫-৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হয়। এই ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের বাড়তি আয় বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সহায়ক হচ্ছে। সদস্যদের মৌসুম ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক সংস্থা এই অর্থ বছরে ৫.৬৯ কোটি টাকা এবং এপর্যন্ত ৯৩,৬৬৬ জনকে ১৭৭.৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম

চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসরত পরিবারের সদস্যদের ১০০০- ৩০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ বর্গা জমিতে কৃষি কাজ, অন্যের পুকুরে মাছচাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাঁচামাল, দোকানপ্রভৃতি), হস্তশিল্পের কাজ (বাঁশ, বেঁত প্রভৃতি), খাদ্য প্রক্রিয়া জাতকরণ (মুড়ি, চিড়া তৈরী প্রভৃতি), রিকশা-ভ্যান ক্রয়, ছাগলপালন, হাঁস-মুরগীপালন সহ বিভিন্ন খাতে এই ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থবছর শেষে ১,৩৪৪ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ১.২২ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে। এই পর্যন্ত ২৪,৮৭৪ জনকে এই কর্মসূচীর আওতায় ২৮.৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ঋণ কম্পোনেন্ট

কেজিএফ সুফলন ঋণ কার্যক্রম

কুয়েত গুডউইল ফান্ড ফর প্রোমোশন অব ফুড সিকিউরিটি ইন ইসলামিক কান্ট্রিজ ফান্ডের আওতায় কৃষির অগ্রগতি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সদস্য'দের খাদ্য উৎপাদন, কৃষি পন্য ও উপজাত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং বাজার জাতকরণ সংশ্লিষ্ট সহায়ক কার্যক্রমে মৌসুম ভিত্তিক এককালীন (৫ মাস পর) পরিশোধযোগ্য ৫-৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়। কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের ফলে মৌসুমী ঋণের টাকা ব্যবহার করে আগের তুলনায় বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই অর্থ বছরে ১.৪৯ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত ১২০৯৭ জনকে ২০.২৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভূক্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঋণ গ্রহীতাদের কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ, কৃষি ভিত্তিক উদ্যোগ এবং সেবা খাতে সাপ্তাহিক এবং মাসিক কিস্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়। সদস্যদের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা, সম্পদ এবং দক্ষতা যাচাই করে ১০ হাজার হতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই ঋণ প্রদান করা হয়। অর্থবছর শেষে ৯০১ জন ঋণ গ্রহীতার মাঝে ২.৪৫ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে। এই পর্যন্ত ৪৪৭৩ জনকে ১৩.৮৬ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি মুলক খাতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ ব্যবহার করে যারা কিছুটা সচ্ছল জীবনযাপন করছে তাদের মধ্যে যে সকল সদস্য জীবনযাত্রার মান উন্নয়-নের জন্য জমি বন্ধক টিভি মেরামত, ঘর মেরামত, সাইকেল ক্রয়, আসবাব মেরামত, টিউবওয়েল মেরামত ইত্যাদি কাজের জন্য এক বৎসর মেয়াদী মা-সিক ও ষানমাসিক কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত এই ঋণ প্রদান করা হয়। এই অর্থ বছরে ০.১৭ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত ১৪৬৫ জনকে ১.৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টির জন্য যেমন: ঘর তৈরী, অটো ও ইজিবাইক ক্রয়, জমি ক্রয়, রিক্সা ক্রয়, ভ্যান ক্রয়, সাইকেল ক্রয় ও গাভী ক্রয় এবং ফলজ বাগান তৈরী ইত্যাদি খাতে এই ঋণ বিতরণ করা হয়। সদস্যরা আয়বৃদ্ধিমূলক ঋনের পাশাপাশি সহযোগী ঋণ হিসাবে এই ঋণ প্রদান করা হয়। এক বছর মেয়াদী মাসিক কিস্তিতে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার প্রদান করা হয়। এই অর্থ বছরে ১০.৩৫ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত ৮৮৪ জনকে ২.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

লাইভলিহুড রেস্টোরেশন ঋণ কার্যক্রম

কোভিড ১৯ এর মহামারির কারণে সংস্থার ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র দলীয় সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত ঋণ হিসাবে সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তিতে ৫- ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এই ঋণ জাগরণ অগ্রসর এবং বুনিয়াদ সদস্যদের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং ক্ষতিগ্রস্থ যুবক ও বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিক দেরকে সহযোগী এবং একক ঋণ হিসাবে ধান এবং সবজি চাষে,গাভী ক্রয়, ছাগল ক্রয় এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এই অর্থ বছরে ২.৪৪ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত ২৩৪৭ জনকে ৬.৫৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

কোভিড ১৯ এর মহামারির কারণে সংস্থার দলীয় সদস্য যাদের ব্যবসা ও কর্মসংস্থান মুলক কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরূদ্ধারে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষায়িত ঋণ হিসাবে মুদি ব্যবসা, হার্ডওয়ার এবং গাভী ক্রয়ে সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তিতে ১-১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। অর্থ বছরে ৫. ৫৭ কোটি টাকা এবং এই পর্যন্ত ৩৪৪ জনকে ৫.৭১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

সমন্বিত কৃষি ইউনিট কর্মসূচী

কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত জনগনের আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, কৃষিজ ফলন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডিআই ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় কৃষি, মৎস এবং প্রাণিসম্পদ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচী বাস্তবায়নে চাষী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী প্লট বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্ম এলাকা ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে সংস্থার কুমিল্লা জোনের আওতায় কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার চান্দিনা, মহিচাইল ও নবাবপুর এবং ধামতি শাখায় পরবর্তীতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে অদ্যাবধি মাগুরা জোনের মাগুরা সদর উপজেলার মাগুরা সদর ১ ও ২ শাখা এবং আমুড়িয়া ও আড়পাড়া শাখায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চাষীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ঃ প্রদর্শনী বাস্তবায়নে চাষীদের দক্ষতা উন্নয়নে ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অর্থ বছরে কৃষি ইউনিটের আওতায় ১০০ জন এবং এ পর্যন্ত ১,১৫০ জনকে পরিবারের পুষ্টি নিরাপত্তায় বহুস্তরে সবজি ও ফলমূল উৎপাদন, মানসম্মত ধানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নিরাপদ সবজি উৎপাদন, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (ট্রাইকোকম্পোস্ট) ইত্যাদি বিষয়ে, মৎস্য ইউনিটের আওতায় ৭৫ জন এবং এ পর্যন্ত ৬৫০ জনকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এবং প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ১০০ জন এবং এ পর্যন্ত ৬০০ জনকে উত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে গাভী পালন, সঠিক জীব-নিরাপত্তায় দেশী মুরগি ও কালার ব্রয়লার মুরগি পালন, সঠিক জীব-নিরাপত্তায় লেয়ার ও কালার ব্রয়লার পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

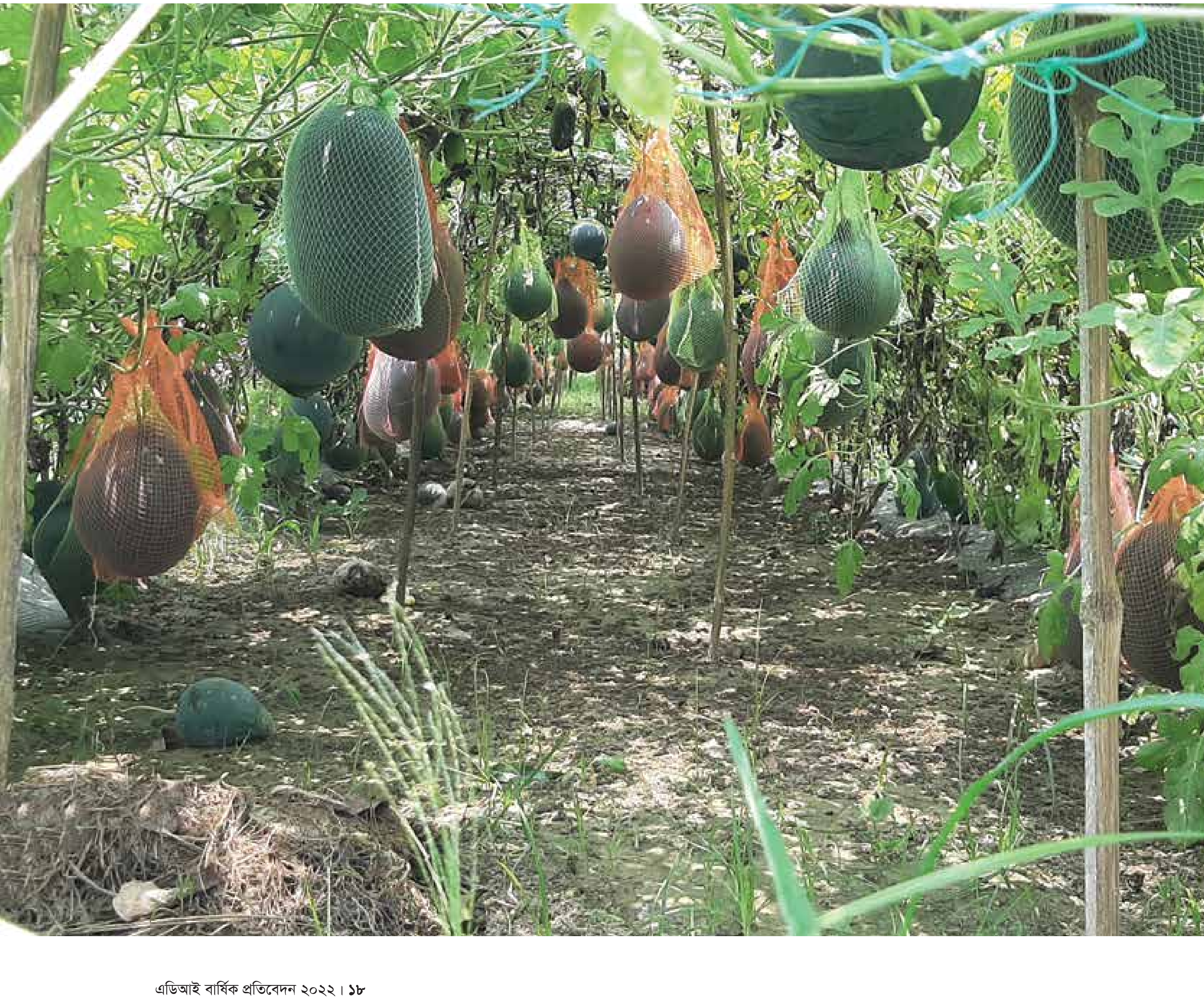

কৃষি ইউনিট

চাষীদের আধুনিক ও নতুন প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি, উচ্চফলনশীল ও পরিবেশ উপযোগী জাত সম্প্রসারণের জন্য অর্থ বছরে ৮৮টি এবং এ পর্যন্ত ৭৮০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া চলতি অর্থবছরে অনুসরনীয় চাষী কর্তৃক ৬৪টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন এবং চলমান রয়েছে।

মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ট্রাইকো-কম্পোস্ট উৎপাদন ঃ ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার অনুর্বর মাটিকে উর্বর, মাটির পুষ্টি উপাদান সংরক্ষন, রোগবালাই হ্রাস, মাটির অম্লতা, লবনাক্ততা নিয়ন্ত্রণ সর্বোপরি রাসায়নিক সার ব্যবহার কমিয়ে ট্রাইকোডার্মা নামক ছত্রাক নাশক সাসপেনশন ব্যবহার করে সার তৈর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে। এই সার ফসলের পচন রোগ প্রতিরোধ করে। চলতি অর্থবছরে ২ টি এবং এ পর্যন্ত মোট ৮৭ টি প্রদর্শনী স্থাপন করে চাষীরা ১৩০ টন কম্পোস্ট সার উৎপাদন করেছে। চাষীরা কলা, পেঁপে, লেবু, মরিচ, পেয়ারা বাগান এবং ধান চাষে ট্রাইকো কম্পোস্ট সার ব্যবহার করছে। সংস্থা হতে কারিগরী ও আর্থিক সহযোগীতা ছাড়াও দুই চেম্বার বিশিষ্ট পাকা চেম্বার তৈরীর যাবতীয় খরচ, বাঁশের খুটি, বায়োডার্মা পাউডার, তেরপাল সহ চালা তৈরী চাষীদের প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ধানের জাত প্রচলন ঃআধুনিক টেকসই ও জলবায়ু উপযোগী উচ্চমুল্য, প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল, উচ্চ ফলন শীল নতুন ধানের জাতের প্রচলন ও উদ্ভাবন প্রযুক্তিটি ১০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত যেমন-ব্রি ধান-৮৯,৯২ এর বীজ দেয়া হয়। উচ্চ ফলনশীল জাত স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশী ফলন ও বাজার মূল্য বেশী, রোগ প্রতিরোধী,জীবনকাল কম ফলে আগাম বাজারজাত করে বেশি লাভবান হচ্ছে বিধায় এলাকার চাষীদের মধ্যে এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়নের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। ১০টি প্রর্দশনী মোট ১০ একর জমিতে বাস্তবায়ন করা হয়। চাষীদের মানসম্পন্ন বীজ, শ্রমিক খরচ, রাসায়নিক সার, সেচ খরচ, সাইন বোর্ড, রেকর্ড বুক সংস্থা হতে প্রদান করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি গ্রহনে এলাকার অনেক চাষী আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রযুক্তির আওতায় ২০ শতক জমিতে নতুন কালো জাতের ধান চাষ করে মাত্র এক মণ পাওয়া গিয়েছে। ফলন অত্যন্ত কম এবং স্থানীয়ভাবে কালো ধানের চাহিদা না থাকায় উৎপাদিত ধান বিক্রি করতে না পারায় চাষী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ফসল জাত প্রচলন ঃ আধুনিক টেকসই ও প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ফসল জাত সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে ফসলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিটি নির্বাচিত চাষীদের দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয়। এই অর্থ বছরে মোট ১৩টি প্রদর্শনীতে আগাম জাতের ফু-লকপি (হোয়াইট মার্বেল), বিটরুট, লাল বাঁধাকপি (রুবিকিং), লাল ঢেড়স, লতিকচু ও বরই ফসল চাষ করছে। সংস্থা হতে বীজ, জৈব সার, রাসায়নিক সার, সেচ ও নিড়ানী খরচ, রেকর্ড বুক, সাইন বোর্ড চাষীদের প্রদান করা হয়। প্রচলিত ফসলের পরিবর্তে নূতন ফসলের চাষে চাষীরা যেমনি লাভবান ও আনন্দিত হয়েছে তেমনি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৫জন অনুসরনীয় চাষী উক্ত প্রযুক্তি গ্রহন করেছে। প্রযুক্তির ফলে ২৫টন সবজি অতিরিক্তি উৎপাদন করে, ২ লক্ষ টাকা চাষীরা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে শিলাবৃষ্টির কারণে লালঢেড়শ ও ফুলকপি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষকদের প্রায় ১ লক্ষ টাকা লাভ কম হয়েছে।

নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাব ক্লাস্টার ঃ নিরাপদ সবজি উৎপাদন হাব-ক্লাস্টার করে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রযুক্তিটি চাষীদের বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রেখে চাষাবাদ, মানসম্পন্ন বীজ, উচ্চ ফলনশীল ও বালাই সহনশীল জাত নির্বাচন, বালাই নাশক ও রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার, ফেরোমন ট্রাপ, হলুদ ফাঁদ ব্যবহার নিশ্চিত করে ৬ একর জমিতে রবি মৌসুমের সবজি সীম, লাউ, ফুলকপি, করলা, শশার ১৫টি প্রদর্শনী প্লট তৈরী করা হয়। চাষীদের মানসম্পন্ন বীজ, ফেরোমন ফাঁদ, লিউর, হলুদ ফাদ, ফাঁদ লাগানো খরচ, জৈব সার, রেকর্ড বুক, সাইন বোর্ড তাছাড়া সহায়ক উপকরণ হিসাবে ২০ জনকে ৫০০ ফেরোমন লিউর প্রদান করা হয়। বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষের জন্য এলাকার ৫০ জন চাষীদের মাঝে মোট ৫ কেজি সবজির বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ঃ উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনের জন্য বাগান তৈরী,উদ্যোক্তা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফলের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই অর্থ বছরে ১০০ শতাংশ জমিতে উন্নত জাতের বরই চাষে (বল সুন্দরি, থাই এবং কাশ্মেরী জাত) এবং ৫০ শতক জমিতে একটি পেয়ারার বাগান (গোল্ডেন-৮) প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রদর্শনী থেকে ২ লক্ষ টাকা আয় করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংস্থা হতে আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতা ছাড়াও মানসম্পন্ন চারা, জমি চাষ, পিট তৈরী ও চারা রোপন, শ্রমিক খরচ, খুঠির জন্য বাঁশ, রাসায়নিক সার, বালাই নাশক, সেচ খরচ, সাইন বোর্ড, রেকর্ড বুক প্রদান করা হয়।

পরিবারের পুষ্টি নিরাপত্তায় বহুস্তরে সবজি ও ফলমূল উৎপাদন ঃ বাড়ীর আঙ্গিনা ও আশেপাশের পরিত্যাক্ত জায়গায় সারা বছর পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজি ও ফলমূল উৎপাদন করে চাষীরা তাদের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে অবশিষ্ট সবজি বাজারে বিক্রী করে পরিবারের বাড়তি আয় সৃষ্টি করতে পারে এই উদ্দেশে এই অর্থবছরে ১০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। অনুসরনীয় চাষী সহ মোট ২৬৬ জন চাষীদের বসত বাড়িতে ৩৪৭ শতাংশ জায়গায় প্রযুক্তিটি চলমান রেখেছে। গয়েশপুর মডেল অনুসরণ করে বেড পদ্ধতিতে লালশাক, পা-লংশাক, ডাটাশাক, মুলা, বেগুন, মরিচ, ঢেড়স, বরবটি, চাষ করা হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ির আশেপাশে খালি জায়গায় দ্রুত ফলনশীল ফলের (পেঁপে, লেবু, বরই, শরিফা, ইত্যাদি) চারা রোপন করা হয়েছে। সংস্থা হতে মৌসুম ভিত্তিক সবজি বীজ ও ফলের চারা, সার, দ্বিস্তর বিশিষ্ট মাঁচা তৈরীর জন্য বাঁশ এবং নেট, সাইন বোর্ড, রেকর্ড বুক প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী দেখে এলাকার প্রতিবেশী চাষীরা তাদের নিজ উদ্যাগে বসত বাড়ীতে শাক সবজি চাষ এবং ফলের বাগান করা শুরু করেছে এতে পরিবারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করে সংসারের আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হচ্ছে।

গ্রীষ্মকালীন বেবী তরমুজ উৎপাদন প্রদর্শণী ঃ বেবী তরমুজ একটি অ-মৌসুমী লাভজনক উচ্চ মূল্যের ফসল। চাষীরা সারা বছর উৎপাদন করে বাড়তি আয় করতে পারে। সাধারণ তরমুজের চেয়ে এ তরমুজ মিষ্টি ও স্বাদ বেশি তাছাড়া রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমন কম হয়। প্রযুক্তিটি এই অর্থবছরে ৫৫ শতক জমিতে কালো মানিক জাতের ৩ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করে। প্রদর্শনী থেকে মোট ৫.৫ টন তরমুজ উৎপাদন করে প্রায় ২৫ হাজার টাকা লাভ করেছে। চাষের শুরুতে এক বিঘা জমিতে খরচ হয়েছে ৪০-৪৫ হাজার টাকা যা কিনা পরবর্তীতে বাঁশের মাচা ও মালচিং পেপার নতুন করে দেওয়া লাগেনা বিধায় খরচ কমে আসে। এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগিতা ছাড়াও চাষীদের বীজ, মালচিং পেপার, রাসায়ানিক সার, বাঁশ, বালাই নাশক, নেটের ব্যাগ, মাচার জন্য নেট, ফ্রুট ব্যাগ, শ্রমিক খরচ, সাইন বোর্ড, রেকর্ড বুক প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী দেখে এলাকার চাষীদের মধ্যে এই প্রযুক্তি সর্ম্পকে জানতে ও শিখতে আগ্রহী হচ্ছে।

শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে উন্নত ফসলধারা (Cropping Pattern) প্রচলন ঃ জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একই জমিতে বহুমুখী ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হয়। এই অর্থ বছরে ৪ জন চাষী নির্দিষ্ট জমিতে বিগত বছরের ৩ ফসল ধারা পরিবর্তন করে পর্যায়ক্রমে ৪ ফসল ধারার ৪টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করার জন্য সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করে। বারি সরিষা ১৪- ব্রি ধান ৮১- পারিজা- বিনা-৭ ক্রপিং প্যাটার্নটি ২ জন চাষী ১০০ শতক জমিতে এবং লাউ-শিম-শসা-করলা ক্রপিং প্যাটানটি ২ জন চাষী ৬০ শতক জমিতে বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবায়িত প্রযুক্তিটি দেখে এলাকার প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে নিজেদের জমিতে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। চাষীদের ভাল জাতের আগাম বীজ, জৈব সার, রাসায়নিক সার, সেচ ও নিড়ানী বাবদ খরচ, রেকর্ড বুক, সাইন বোর্ড ইত্যাদি সংস্থা থেকে সরবরাহ করা হয়।

শিলাবৃষ্টির কারণে সরিষার আশানুরুপ ফলন না হওয়ায় কৃষকের প্রায় ৫ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। পরবর্তীতে পাকা ধান কাটার সময় প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য অনেক ধান পঁচে যাওয়াতে কৃষকের প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে। অন্য প্রদর্শনীটি থেকে কৃষক প্রায় ১০০০ পিস লাউ, ৫০ মণ সীম ও ১০ মণ শসা বিক্রি করে ইতিমধ্যে ৬০ হাজার টাকা লাভ করেছেন। সেপ্টেম্বর মাসে করলা সংগ্রহ করা যাবে আশা করা হচ্ছে। প্রচন্ড গরম আর অনাবৃষ্টিতে এবছরে ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যহত হয়েছে।

মানসম্পন্ন ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি (বীজগ্রাম) ক্লাস্টার ঃ কৃষি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো বীজ যা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই মৌলিক উপকরণের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। এদেশে কৃষিতে যে বীজ ব্যবহার করা হয় তার সর্বোচ্চ ২০% আনুষ্ঠানিক উৎস থেকে সরবরাহ করা হয়। অবশিষ্ট ৮০% বীজ আসে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত ফসলের অংশ থেকে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে কৃষকের বাড়িতে সংরক্ষিত এসব বীজের মান খুবই দূর্বল যা থেকে আশানুরুপ ফলন পাওয়া একেবারে অসম্ভব। অথচ শুধুমাত্র মানসম্মত বীজের ব্যবহার এককভাবে ২০% পর্যন্ত ফলন বাড়িয়ে দিতে পারে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া নব্বইয়ের দশক থেকে কৃষক কেন্দ্রীক বীজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে একাধিক প্রায়োগিক মডেল বাস্তবায়ন করে আসছে এবং দীর্ঘ এক যুগের গবেষণা ফসল মারিয়া বীজ প্রযুক্তি মডেল ইতোমধ্যে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রদর্শনীর আওতায় ৭ একর জমিতে ব্রি ধান-৮১ চাষ করে ৫৩২ মণ বীজ উৎপাদন হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগিতা ছাড়াও চাষীদের বীজ, জৈব সার, রাসায়নিক সার, বিভিন্ন আকারের ড্রাম, শ্রমিক খরচ, সাইন বোর্ড, রেকর্ড বুক প্রদান করা হয়। তাছাড়াও সদস্যদের মানসম্মত ধানবীজ সংরক্ষণ বিষয়ে দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

আন্তঃফসল চাষ প্রদর্শনী ঃ একই মৌসুমে বছর বছর একটি মাত্র ফসল আবাদের ফলে ফসলের পাশাপাশি মাটিতেও দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ফসলে নিয়ন্ত্রিত পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ। এতে করে একসময় ফসলের ফলন কমতে থাকে, বাড়তে থাকে উৎপাদন খরচ। এরপর একটা সময় গিয়ে ঘটে ফলন বিপর্যয়। এই সমস্যা মোকাবেলায় রয়েছে টেকসই কৃষি প্রযুক্তির বৈচিত্রপূর্ণ জৈব উৎপাদন ব্যবস্থা। অতি সাধারণ এবং প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে আন্তঃফসল বা ইন্টারক্রপিং (intercropping)। আন্তঃফসল পদ্ধতি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একই জমিতে দুটি বা তার বেশি ফসল আবাদ করা। এই প্রযুক্তির আওতায় অর্থবছরে ৪ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। ৫০ শতক জমিতে মিষ্টি কুমড়া+পেঁপে থেকে কৃষক ৬০ মণ মিষ্টি কুমড়া বিক্রি করে প্রায় ৮ হাজার টাকা লাভ করেছে। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে প্রায় ১০ মণ কুমড়া পঁচে গিয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পেঁপের ফল সংগ্রহ শুরু হবে। ৬০ শতক জমির টমেটো-বাঁধাকপি ও টমেটো-লালশাক প্রদর্শনীতে অতিবৃষ্টির কারণে ফলন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ২৫ শতক জমিতে বরবটি–লালশাক চাষ করে কৃষক ৮ হাজার টাকা লাভ করেছে। সংস্থা হতে কারিগরী সহযোগীতা ছাড়াও চাষীদের ভাল জাতের বীজ ও চারা, জৈব সার, রাসায়নিক সার, সেচ ও নিড়ানী বাবদ খরচ, রেকর্ড বুক, সাইন বোর্ড ইত্যাদি সংস্থা থেকে সরবরাহ করা হয়।

মানসম্মত স্থানীয় জাতের ফসল চাষ ঃ অধিক ফলন ও লাভের জন্য এলাকা ভিত্তিক চাষ উপযোগী সঠিক জাত নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ভাল বীজ ছাড়া উত্তম ফসল আশা করা যায়না। নানা জাতের বীজের মধ্যে সঠিক বীজটি নির্বাচন করা কৃষকের প্রধান দায়িত্ব। তবে কৃষকদের কাছে সব জাতের গ্রহণযোগ্যতা সমান নয়। তাছাড়াও বাংলাদেশের অনেক কৃষক এখনও সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকেন। রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশি এবং নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন হওয়ায় অনেক কৃষকই হাইব্রীড ফসলের চাষাবাদ করতে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। এই প্রেক্ষিতে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষকদেরকে মানসম্মত স্থানীয় জাতের ফসল (জিয়া মরিচ, টেঙ্গাখালি মরিচ, বল্টু মরিচ এবং শয়লা বেগুন ও স্থানীয় জাতের শবরী কলা) চাষে আগ্রহী করতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১.৫ একর জমিতে ৫ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে।

কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র ঃ সংস্থা কর্ম এলাকায় "কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র" স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিজ প্রযুক্তির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কৃষকদের আলোচনা এবং পরামর্শ সেবা গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আড়পাড়া উপজেলার আওতায় জগদল, সোনাডাঙ্গা এবং কৃষ্ণপুর বট তলায় ৩টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি পরামর্শ সভায় ৫০ থেকে ৬০ জন উপকারভোগী উপস্থিত ছিল। সংস্থা এপর্যন্ত ৫৯টি সভার মাধ্যমে ২৮০০ জন চাষীকেপরামর্শ প্রদানকরেছে। পরামর্শ সভায় উপজেলা কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তা মাগুরা এবং অল্টারনেটিভ ডেভোলপমন্টে ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) এর কৃষি, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরামর্শ প্রদান করে।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উৎযাপন ঃ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হলো নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ০২/০২/২০২২ তারিখে মাগুরা সদরের পারনান্দুয়ালী গ্রামে সংস্থার আঞ্চলিক অফিসে নিরাপদ খাদ্য দিবস উৎযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে পারনান্দুয়ালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনা সভা, সচেতনতামূলক লিফলেট তৈরি ও বিতরণ, রচনা প্রতিযোগীতা, কুইজ প্র-তিযোগীতা ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা ঃ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওত-ায় মাঠ পর্যায়ে ফলপ্রসুভাবে কৃষি বিষয়ক কারিগরী সেবা প্রদানের নিমিত্তে কৃষি ইউনিটের আওতায় ০৬/১০/২০২১ এবং ১৮/১০/২০২১ ইং তারিখে যথাক্রমে এডিআই আড়পাড়া ও মাগুরা সদর-২ শাখায় দুটি উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাবৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন এডিআই মাগুরা এর সহকারী পরিচলক জনাব মোঃ আলিয়ার রহমান এবং এডিআই আড়পাড়া ও মাগুরা শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

মাঠ দিবস উদযাপন ঃ মাঠ পর্যায়ে চাষী কর্তৃক বাস্তবায়িত নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তির সফলতা ও চাষাবাদ কৌশলের অনুশীলন এলাকার অনান্য চাষীদের মাঝে উদ্ভুদ্ধকরণের লক্ষ্যে কর্মএলাকার মাধবপুর গ্রামে একটি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাঠ দিবসে উচ্চমূল্যের আগাম ফুলকপি চাষে বানিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে চাষাবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতে এলাকার মোট ৭৭ জন চাষী উপস্থিত ছিল। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৫ জন এই প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাছাড়া আসবা এলাকায় গ্রীষ্মকালীন তরমুজ (বেবী তরমুজ) চাষ এবং কালিনগর গ্রামে উচ্চ-ফলনশীল নতুন জাতের ঢেড়শ চাষ প্রযুক্তির উপর মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়। মাঠদিবসে যথাক্রমে ৭৫ এবং ৮৬ জন চাষী উপস্থিত ছিল। মাঠ দিবসে অংশগ্রহনকারীর মধ্যে উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ঢেড়শ চাষে ১৫ জন এই প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রদর্শণী

কেস স্টাডি ঃ

মাগুরা জেলার সদর উপজেলার কৃষ্ণপুর বটতলা গ্রামের মেয়ে চতুর ভাদুরী ২৫ বৎসর পূর্বে সবজি চাষী রমেন ভাদুরী এর সাথে বিয়ে হয়। সারাবছর ব্যাপী সবজি চাষের আয়ে মুলত তাঁদের সংসার চলে। ২০১৮ সালে চতুর ভাদুরী এডিআই সমিতির সদস্য হয়ে প্রতি বছর ঋণ নিয়ে ৩০ শতক বন্ধকী জমি রাখে এবং ৫০ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে সবজি চাষ করে। চতুর ভাদুরীর স্বামী বলে সবজি চাষে সবচেয়ে বড় সমস্যা পোকামাকরের আক্রমন। কীটনাশক কিনতে প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যায়, তাতে লাভের অংশ কমে যায়"। চতুর ভাদুরী এডিআই থেকে উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসলজাত প্রচলনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করার পর সংস্থা হতে সুফলন ঋণের আওতায় ২৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহন করে সবজি চাষে বিনিয়োগ করে।

ইউনিটের কারিগরি সহযোগিতায় ৪০ শতাংশ জমিতে টকিং জাতের ফুলকপি চাষ করেছে। চতুর ভাদুরীর স্বামীর বক্তব্য সবজিচাষে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করায় বিগত বছরের তুলনায় কিটনাশক বাবদ খরচ কমেছে ১৭ হাজার টাকা। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের জন্য বিক্রিত ফসলের দাম বেশী পেয়েছে। যার ফলে বিগত বছরের তুলনায় নীট লাভ হয়েছে ৬৯ হাজার টাকা। গত বছরের তুলনায় ভাল ফলন এবং উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এই প্রযুক্তি ব্যবহারে এলাকার অন্যান্য চাষীদের আগ্রহ বেড়েছে। ইতিমধ্যে ৪ জন অনুসরন চাষী নিজেদের জমিতে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন শুরু

মৎস্য ইউনিট

বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা থাকা স্বত্বেও চাষীদের আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে মাছের উৎপাদন আশানুরুপ হচেছ না। এলাকার ডোবা/ পরিত্যাক্ত পুকুর মাছচাষের আওতায় আনার জন্য চাষীদের মাছ চাষে জ্ঞান,দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ঃ অত্যন্ত সুস্বাদু এই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য এলাকার ১০ জন চাষী নির্বাচন করা হয়। প্রযুক্তিটি মোট ২৩৩ শতাংশ পুকুরে বাস্তবায়ন করে মোট ৬,০৩০ কেজি মাছ উৎপাদন করে, এর মধ্যে ২৪৩ কেজি মলা মাছ। তাছাড়া পুকুর পাড়ে ৩২২৪ কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাষীদের লাভ হয়েছে ২.৯০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ৩৬ জন অনুসরনীয় চাষী এই প্রযুক্তির আওতায় পুকুরে মিশ্রচাষ করছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের ২২,৫০০ পিচ তেলাপিয়া ও ৫ কেজি মলা মাছের পোনা, ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, এ ছাড়া পুকুর পাড়ে সবজি চাষে পেঁপের চারা ও ৭-জাতের সবজির বীজ এবং রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

দেশী শিং -মাগুর- পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্রচাষ ঃ দেশী শিং-মাগুর, ট্যাংরা পাবদা ও গুলশা মাছ আবহমান কাল থেকে বাঙালিদের কাছে খুব প্রিয় এবং পরিচিত। খেতে সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণেও মাছ দুটি অনন্য। প্রযুক্তিটি ১০ জন চাষী ২১৭ শতাংশ পুকুরে বাস্তবায়ন করে ২৯০৯ কেজি কার্প এবং ১০২২ কেজি দেশী শিং-মাগুর-ট্যাংরা মাছ উৎপাদন করে। পুকুরপাড়ে শাকসবজি চাষ করে ৩৭০৮ কেজি উৎপাদন করে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এপ-র্যন্ত ৪২ জন অনুসরনচাষী এই প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ২০ হাজার পিচ শিং মাছের পোণা, ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, পেঁপের চারা ও ৮- জাতের সবজি বীজ এবং রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাষীদের লাভ হয়েছে ৫.৩৫ লক্ষ টাকা।

কার্প ফ্যাটেনিং/কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজা করণ ঃ এই প্রযুক্তিটি ১০ জন চাষী ১৫৭০ শতাংশ পুকুরে কার্প ৩৬১১০ কেজি এবং পাড়ে ১২২৭০ কেজি শাকসবজি উৎপাদন করে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষনের পাশাপাশি রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের পোণা, ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, পেঁপের চারা ও ৭- জাতের সবজি বীজ, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাষীদের লাভ হয়েছে ২৫.৭৮ লক্ষ টাকা। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ পর্যন্ত ২৪ জন অনুসরনীয় চাষী এই প্রযুক্তিতে মাছচাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ইতিমধ্যে ৮জন মাছচাষ শুরু করেছে।

উচ্চ মূল্যের চিতল-আইড়-শোল-কার্প মাছের মিশ্র চাষ ঃ যে সকল মাছ অন্য মাছকে খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে তাকে রাক্ষুসে মাছ বলে। যেমন চিতল, শোল, বোয়াল, গজার ইত্যাদি। অত্যন্ত সুস্বাদু এ সকল মাছ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রযুক্তিটি ১০ জন চাষী কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। চাষী-রা মোট ৪৫৫ শতাংশ জলাশয়ে প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করে ৬২৯২ কেজি চিত-ল,শোল, বোয়াল, টাকি, গজার মাছ এবং ৩৬৩৫ কেজি শাক- সবজি উৎপাদন করেছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের ৩২০ পিচ চিতল ও ৬০ পিচ বোয়াল মাছের মাছের পোণা, ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, পেঁপের চারা ও ৭- জাতের সবজি বীজ, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে। চাষী নিজের উদ্যোগে শোল এবং টাকি মাছ পুকুরে ছেড়েছে।

নার্সারী পুকুর/মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি ঃ মাছ চাষের জন্য ভাল জাতের পোণা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ। মানসম্মত পোনা উৎপাদন এবং তা বিক্রি করে চাষী যেন লাভবান হতে পারে এই উদ্দেশে এই অর্থবছরে ১০ জন চাষীর মাধ্যমে ৫১০ শতাংশ পুকুরে নার্সারীপুকুর/মাছের পোনা তৈরী প্রযুক্তিটি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। এতে চাষীরা ৩৩০৮৯ কেজি পোনা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এলাকার অন্যান্য মাছচাষীগন হাতের নাগালে মানসম্মত বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা পেয়ে খুশি। প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য প্রতি চাষীকে ১.৫ কেজি রেণু পোণা, একটি ঝাকি জাল, চুন, জৈব ও অজৈব সার, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাষীদের নীট লাভ হয়েছে ২৪.৮৪ লক্ষ টাকা। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এপর্যন্ত ১২ জন অনুসরণ চাষী এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ/বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ ঃ ট্যাংকে উচ্চ মূল্যের মাছ চাষ বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ৮জন চাষী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করে মোট ৪৮৫ কেজি মাছ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখা হয় কারন ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ যেমন পাবদা, গুলশা, শিং, মাগুর ও কৈ মাছ চাষ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মাছ দ্রুত বাড়ে, মাছের গুণগত মান হয় উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত এবং মাছের মৃত্যুহার কম। প্রদর্শনী বাস্তবায়নে জন্য চাষী-দের স্থায়ীভাবে পাকা ট্যাংক তৈরীর উপকরণ,মাছের পোনা, খাবার, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার ৪ জন চাষী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হয়েছে।

অর্নামেন্টাল ফিশ/বাহারি মাছের চাষ ঃ সাধারণত একুরিয়ামে যে মাছগু-লো রাখা হয় চাষের মাছ থেকে আলাদা। এই মাছ অন্যান্য মাছের চাইতে রঙিন, দৃষ্টিনন্দন ও অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির হয়। এদের বলা হয় বাহারি মাছ বা ঙৎহধসবহঃধষ ঋরংয। বাহারি মাছ মানুষের শখের চাহিদা মিটিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আয়ের পথ হিসেবে। এদের বন্ধুত্বসুলভ মায়াবী আচরণ ও আকর্ষণীয় দৃষ্টিনন্দন রঙ এর জন্য এদেরকে "জীবন্ত রত্নও (ঙৎহধসবহঃধষ ঋরংয) বলা হয়। এই অর্থ বছরে ৫ জন চাষীর মাধ্যমে প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন করে ৪০০০ পিস বাহারি মাছ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রযুক্তির ফল-াফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার আরো ৩ জন চাষী এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়েছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য চাষীদের ৮ প্রজাতির বাহারি মাছ, নেট, পলিথিন, চুন, খাবার, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

ফিশিংগিয়ার তৈরীতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ঃ মাছ ধরা সংগ্রহ ও আহরনে যে সকল হাতিয়ার বা যন্ত্র কৌশল ব্যবহার করা হয় তাকে ফিশিং গিয়ার বলা হয়। চলতি অর্থবছরে ৫জন উদ্যোক্তা উক্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের ফিসিং গিয়ার (স্থানীয় নাম গুনি,দোয়ার,খলই,ঝাকি ইত্যাদি) ৪১১৭টি তৈরি করেছে। ফিসিং গিয়ার স্থানীয় বাজারে বিক্রীর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কিনতে আসে। প্রাকৃতিক উপায়ে মাছ ধরা এবং সংরক্ষনের জন্য এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ফিসিং গিয়ার তৈরীতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং বাড়তি আয়ের পথ তৈরী হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এ পর্যন্ত ৫ জন ফিশিংগিয়ার তৈরীতে আগ্রহী হয়েছে।

মাঠ দিবস উদযাপন ঃ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সফল প্রযুক্তি ও চাষাবাদ কৌশ-লের অনুশীলন এবং চাষী পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণে লক্ষ্যে শালিখা উপজেলার বাউ-লিয়া গ্রামে দেশী শিং এবং কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ও পাড়ে শাকসবজি চাষের উপর মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার ৭৭ জন চাষী উপস্থিত ছিল। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে ৮ জন চাষী এই প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কৃষ্ণলামপুর গ্রামে উচ্চমূল্যের চিতল, আইড়, শোলমাছের মিশ্র চাষের উপর মাঠ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত মাঠ দিবসে ৮৫ জন চাষী উপস্থিত ছিল। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এই প্রযুক্তি গ্রহনে ৫ জন চাষী আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাছাড়া আড়পাড়া উপজেলার ধনেশ্বরগাতী গ্রামে ফিশিং গিয়ার তৈরীতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির উপর মাঠ দিবস পালন করা হয় এখানে এলাকার ৮৩ জন চাষী উপস্থিত ছিল। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে ৫ জন চাষী এই প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বাজার সংযোগ কর্মশালা ঃ মৎস্য খাতের আওতায় উৎপাদিত মৎস্য বিপ-ণনেরজন্য খামারী, ডিলার, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী, উপজেলা মৎস্য কার্যা-লয়ের সাথে কার্যকরী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আড়পাড়া শাখায় ০১টি কর্মশা-লা আয়োজন করা হয়। এতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,শালিখা,উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা,শালিখা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, মাগুরা। উক্ত কর্মশালায় মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এডিআই এর সহকারী পরিচালক মোঃ আলিয়ার রহমান।

নিরাপদ মাছ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ ভোক্তা হিসেবে নিরাপদ মাছ পাওয়া সবার অধিকার। মাথপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে নাগরিকদের স্বাস্থ্য সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য চাষ পর্যায়ে গুড অ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস (জিএপি) বা উত্তম মৎস্য চাষ অনুসরণ করে নিরাপদ ও দুষণমুক্ত মাছ উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি মাছ আহরণ পরবর্তীতে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মাছে ব্যবহার না করে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মাছ সংরক্ষণ ও বিক্রয় করার জন্যও ব্যপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। যে সকল মাছে রাসায়নিক পদার্থ দেয়া হয় না সে সকল মাছই নিরাপদ মাছ অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্মত মাছ। নিরাপদ মাছ উৎপাদন ও ভোক্তাদের উৎসাহিত করতে এডিআই সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর আওতায় উত্তম ব্যবস্থাপনায় সদস্য পর্যায়ে উৎপাদিত মাছ বিক্রয় কেন্দ্রটি ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। " সবার জন্য চাই নিরাপদ খাদ্য ও আমিষ " এই বৈষ্ণয়িক সমস্যা সমাধানের জন্য সল্প পরিসরে নিরাপদ মাছ সরবরাহ করার একটি যুগান্তকারি পদক্ষেপ। সংস্থা হতে প্রদর্শনী বাস্তবায়নে জন্য সদস্যকে জীবন্ত মাছ সংরক্ষণ করার জন্য ২টি ট্যাংক, ২ টি তাফাল, ১ টি এয়ারেটর, ২ টি ডিসপ্লে বক্স, ২ টি আইস বক্স, ১ টি কাটিং ডিভাইস, গ্লোভস, মাস্ক, হেড ক্যাপ, এপ্রোন, লিফলেট এবং রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। ক্রেতার চাহিদা ও সমর্থ্য অনুযায়ি সুলভ মূল্যে বিভিন্ন প্রজাতির জীবন্ত, হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ বিক্রয় করা হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায়
পুকুরে রাক্ষুসে মাছের মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ
সহযোগিতায় ঃ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
বাস্তবায়নে ঃ অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এডিআই)

প্রাণিসম্পদ ইউনিট

আধুনিক প্রযুক্তিতে গবাদি পশুপালনে জনগনকে উৎসাহী এবং লাভজনক করে তুলতে চাষীদের সহযোগীতা করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। গবাদি পশুপালনের সাথে সরাসরি জড়িত সংস্থার দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী খামারী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গাভী পালন ঃ অধিক উৎপাদন-শীল জাতের বাছুর এবং দীর্ঘমেয়াদী দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিটি অর্থবছরে ২০টি এবং এ পর্যন্ত ২১৬ জন খামারিদের মাঝে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এপর্যন্ত ৫৮ জন খামারি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। সংস্থা হতে খামারিদের দুগ্ধ বর্ধক মিল্ক রিপ্লেসার, জীবানুনাশক, দানা-দার খাবার- কাফ স্টাটার, ভুট্টা বীজ, টিকা, টিট কাপ, কেচোঁ সার তৈরির জন্য কেচোঁ, রিং, পলিথিন, চালুনী, ব্যাগ, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড লেয়ার মুরগী পালন ঃ হাইব্রিড লেয়ার মুরগি বাংলাদেশে ডিম উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে। আধুনিক পদ্ধতিতে মাঁচায় পালন করার ফলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যু হার ও চিকিৎসা ব্যয় কম,ফলে খামারীরা লাভবান হয়। এই অর্থবছরে ৫ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট ১৪ টি প্রদশনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযু-ক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এপর্যন্ত ৩ জন খামারি এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নে খামারীদের লেয়ার মুরগির ৭২টি এক-দিনের বাচ্চা, বাফার এলাকা নির্মানের বাঁশ, ভ্যাকসিন এবং জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

সঠিক জীব-নিরাপত্তায় জলবায়ু সহিষ্ণু কালার ব্রয়লার / সোনালী মুরগি/ হাই-ব্রিড ব্রয়লার মুরগি পালন ঃ সোনালী মুরগি বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনকারী মুরগি সমুহের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য জাত। এসব মুরগি মাত্র ৬-৮ সপ্তাহ পালন করে বাজারজাত করা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে মাঁচায় পালন করার ফলে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৃত্যু হার ও চিকিৎসা ব্যয় কম,ফলে খামারীরা লাভবান হয়। এই অর্থবছরে ২০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট ৩৪ টি প্রদশনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে এপর্যন্ত ১৮ জন খামারি এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নে খামারীদের সোনালী মুরগির একদিনের বাচ্চা, বাফার এলাকা নির্মানের বাঁশ, ভ্যাকসিন এবং জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে খামারীদের লাভ হয়েছে ১১.৭৮ লক্ষ টাকা।

হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারি ঃ গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের জন্য এই প্রযুক্তিটি বাস্তবায়ন একটি সহজ ও লাভজনক। এই অর্থবছরে ০১ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট ২ টি প্রদশনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। খাকি ক্যাম্পবেল জাতের হাঁসের খামার থেকে উৎপাদিত ডিম ইনকিউবেটরের সাহায্যে উৎপাদিত বাচ্চা বানিজ্যিকভাবে বিক্রয় করে অর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১জন খামারি এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রদর্শনীর আওতায় সংস্থা থেকে খামারীকে ইনকি-উবেটর, আই পি এস, ক্লিনিং চেম্বার, জীবানুনাশক, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র ঃ এই প্রদর্শনী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে "সবার জন্য চাই নিরাপদ খাদ্য ও আমিষ" এই বৈষ্ণয়িক সমস্যা সমাধানের জন্য জীবাণুমুক্ত নিরাপদ আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করার একটি যুগান্তকারি পদক্ষেপ। এ প্রযুক্তির আওতায় আমুড়িয়া শাখার অধীনে আমুড়িয়া বজারে প্রাণিসম্পদ পণ্যবিক্রয় কেন্দ্র প্রদর্শনীটি বাস্তবায়ন করা হয়। ক্রেতার চাহিদা ও সমর্থ্য অনুযায়ি মুরগির মাংস কেটে বিক্রয় করা এই প্রদর্শনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মুরগি জবাই ও ড্রেসিং করা হয়। ফলে অনেক লোকজন সেখান থেকে অল্প পরিমাণ মাংস ক্রয় করে পরিবারের আমিষের চাহিদা পূরণ করে পাশাপাশি বিক্রেতার বিক্রয় বেড়ে যাওয়ায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাক সেন্টার স্থাপন/ পাঁঠা মোটাতাজাকরণ ঃ ছাগল পালনে সদস্যদের আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে সঠিক সময়ে প্রজনন সুবিধার অভাব। গ্রামাঞ্চলে অনেকে লোকলজ্জার ভয়ে সাধারনত পাঠা পালন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। সংস্থা চলতি অর্থবছরে ০১ টি এবং এপর্যন্ত ৫টি মাচা পদ্ধতিতে পাঠা পালন সফলভাবে বাস্তবায়ণ করেছে। এলাকায় প্রজনন সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাগল পালনে এখন অনেকেই উৎসাহিত হচ্ছে। নির্বাচিত সদস্য বাক সেন্টার স্থাপন/ পাঁঠা মোটাতাজাকরণ করে বাড়তি আয় করে থাকে।

মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন জাতের হাঁস পালন / জিনডিং জাতের হাঁস পালন ঃ পেকিন / জিন্ডিং হাঁস পালন গ্রামীন দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি সহজ ও লাভজনক প্রযুক্তি। চলতি অর্থবছরে প্রদর্শনীর আওতায় পেকিন জাতের ১৫টি এবং এ পর্যন্ত ৮৭টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করেছে। প্রদর্শনী দেখে এলাকার মানুষ আগ্রহী হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ২৪ জন হাঁস পালন শুরু করেছে। উক্ত প্রদর্শণীতে আধা-নিবির পদ্ধতিতে মাঁচায় এবং এন্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগ ছাড়া হাঁস পালন করা হয়। প্রদর্শনীর আওতায় খামারীকে হাঁসের বাচ্চা,মাঁচা ও বাফার এলাকা নির্মানের বাঁশ, ভ্যাকসিন এবং স্প্রে, জীবানু-নাশক, পাখিতাড়ুয়া,রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে খামারীদের লাভ হয়েছে ৬.৭৮ লক্ষ টাকা।

নিবিড় ফ্রি রেনজিং পদ্ধতিতে দেশি মুরগির প্যারেন্ট স্টক উৎপাদন ঃ এই অর্থ বছরে ২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রদর্শনী দেখে এলাকার ২ জন খামারী বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এই প্রদর্শনীটি বর্তমান সময়ে দেশী মুরগীর অপ্রতুল চাহিদা মেটাতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে। এই পদ্ধতিতে দেশি মুরগির প্যারেন্ট স্টক উৎপাদন নিশ্চিত করলে দেশি মুরগীর উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় কারন এর রোগ ব্যধি একদমই কম। নির্বাচিত সদস্যদের দেশি মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। প্রদর্শনীর আওতায় খামারীকে দেশী মুরগী বাচ্চা ১০০টি, মাঁচা ও বাফ-ার এলাকা নির্মানের বাঁশ,ভ্যাকসিন এবং স্প্রে, জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

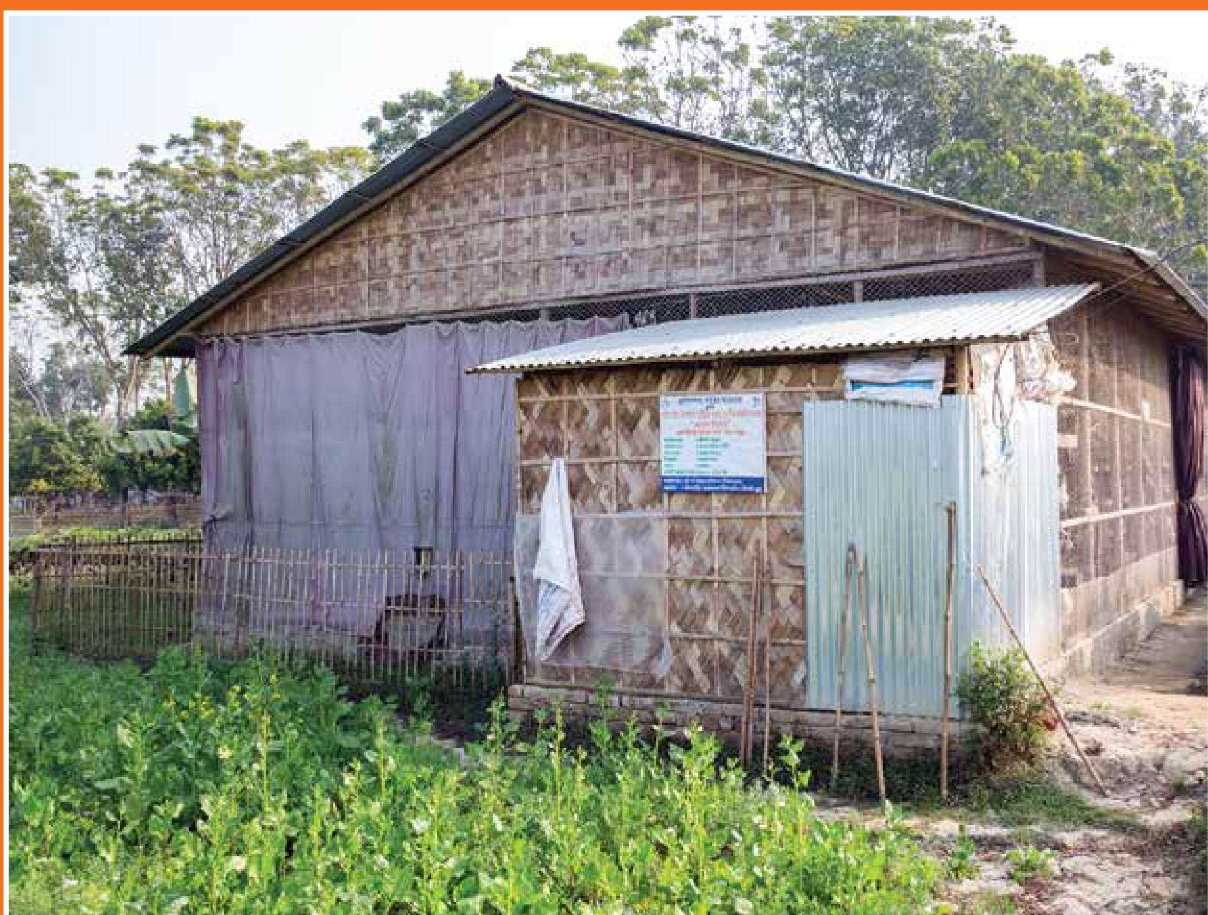

ফডার উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি ঃ দুগ্ধ উৎপাদন ও মাংস উৎপাদনের বড় অন্তরায় অপর্যাপ্ত গো-খাদ্য। চারণ ভূমির অভাবে গবাদিপশুকে খুব সামান্য পরিমানে কাচা ঘাস খাওয়ানো সম্ভব হয়। তাছাড়া দেশে গম ও ডাল জাতীয় ভুষির দাম সবসময় উর্দ্ধগামী থাকে। খামারীদের ঘাস উৎপাদনে আগ্রহী করে তুলতে পারলে গো-খাদ্য সাশ্রয়ী মূল্যে উৎপাদন এবং গবাদী পশুর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এডিআই খামারীদের ঘাস উৎপাদনে আগ্রহী করে তুলতে ১০ টি প্রদর্শনী প্লট বাস্তবায়ন করছে। প্রযুক্তির আওতায় নির্বা-চিত সদস্যরা রাস্তা এবং বাড়ির পাশের পতিত জমিতে উন্নত জাতের ঘাষ (নেপিয়ার পাকচং) উৎপাদন করে নিজেদের গবাদি পশুর চাহিদা মিটিয়ে বাজারজাত করে বাড়তি আয় করে থাকেন। এই ঘাস উচ্চফলনশীল হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে অধিক লাভবান হওয়ায় প্রদর্শনী দেখে এলাকার ১০ জন খামারী বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন ঃ আবহমান কাল থেকে শুরু করে এখনও বাঙালিদের কাছে দেশি মুরগী খেতে খুবই সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণেও অনন্য। বাংলাদেশে ধীরে ধীরে দেশি মুরগী কমে আসায় এই জাতটি সংরক্ষণ এবং বিস্তারের জন্য অর্থ বছরে ৩০টি এবং এ পর্যন্ত মোট ৮৮টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। প্রদর্শনী দেখে এলাকার ৩২ জন খামারী আগ্রহী হচ্ছে এবং ২৬ জন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি খামারীকে ক্রিপারসহ খাঁচা, ডিম ফুটানোর নেষ্ট, বৈদ্যুতিক বাল্ব, ভ্যাকসিন এবং স্প্রে, জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

সমন্বিত পদ্ধতিতে (নিবিড় ও আধা-নিবিড়) কবুতর পালন ঃ সমন্বিত পদ্ধতিতে (নিবিড় ও আধা-নিবিড়) কবুতর পালন প্রদর্শনীটি এই অর্থবছরে ০৫টি এবং এ পর্যন্ত মোট ১৫ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নে চিকিৎসা ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশী ফলে খামারী লাভবান হয়। প্রদর্শনী দেখে এলাকার মানুষ আগ্রহী হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ৪১ জন প্রদর্শনীর কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রযুক্তির আওতায় সংস্থা হতে ১০ জোরা পূর্ণবয়স্ক কবুতর, কবুতরের ঘর নির্মান,ভ্যাকসিন এবং স্প্রে,জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি ঃ এই অর্থবছরে ০২টি এবং এ পর্যন্ত ০১১টি রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি প্রযুক্তি প্রদশর্নী বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রদর্শণীতে আধা-নিবির পদ্ধতিতে রাজহাঁস পালন করা হয়। হাঁসের খামার জলাশয়ের আশেপাশে স্থাপন করা হয় ,যাতে দিনের প্রাকৃতিক খাবার সং-গ্রহ করতে পারে। নিয়মিত টিকা ও জীবানুনাশক প্রয়োগের ফলে হাঁসের রোগবালাই কম হয় এবং উৎপাদন বেশী হয় এতে খামারীরা অধিক লাভবান হচ্ছে। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এলাকার ৯ জন খামারী প্রযুক্তি গ্রহনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সংস্থা হতে রাজহাঁসের ৮টি বাচ্চা, রেডি ফিড, মাঁচা ও বাফার এলাকা নির্মানের বাঁশ, বিশেষ ভাবে নির্মিত হ্যাচিং ট্রে, ভ্যাকসিন এবং স্প্রে, জীবানুনাশক, পাখিতাড়ুয়া, রেকর্ড বুক ও সাইনবোর্ড প্রদান করা হয়েছে।

খামার দিবস উদযাপন ঃ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সফল প্রযুক্তি ও লালন-পালন-নের কৌশলের অনুশীলন এবং খামারী পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কর্মএলাকার মাগুরা সদর উপজেলার আমুড়িয়া আঞ্চলিক অফিসের সামনে নিবিড় ফ্রি রেন-জিং পদ্ধতিতে দেশি মুরগির প্যারেন্টস্টক উৎপাদন এর উপর এবংআমুড়িয়া পশ্চিমপাড়া মহিলা সমিতিতে সঠিক জীব-নিরাপত্তায় কালার ব্রয়লার মুরগি পালন বিষয়ে মাঠ দিবস উদযাপন করা হয়। এ অর্থ বছরে ০২টি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি মাঠদিবসে ৭০ থেকে ৭৫ জন উপকারভোগী উপস্থিত ছিল। প্রযুক্তির ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১১ জন চাষী বিভিন্ন প্রযুক্তি গ্রহনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

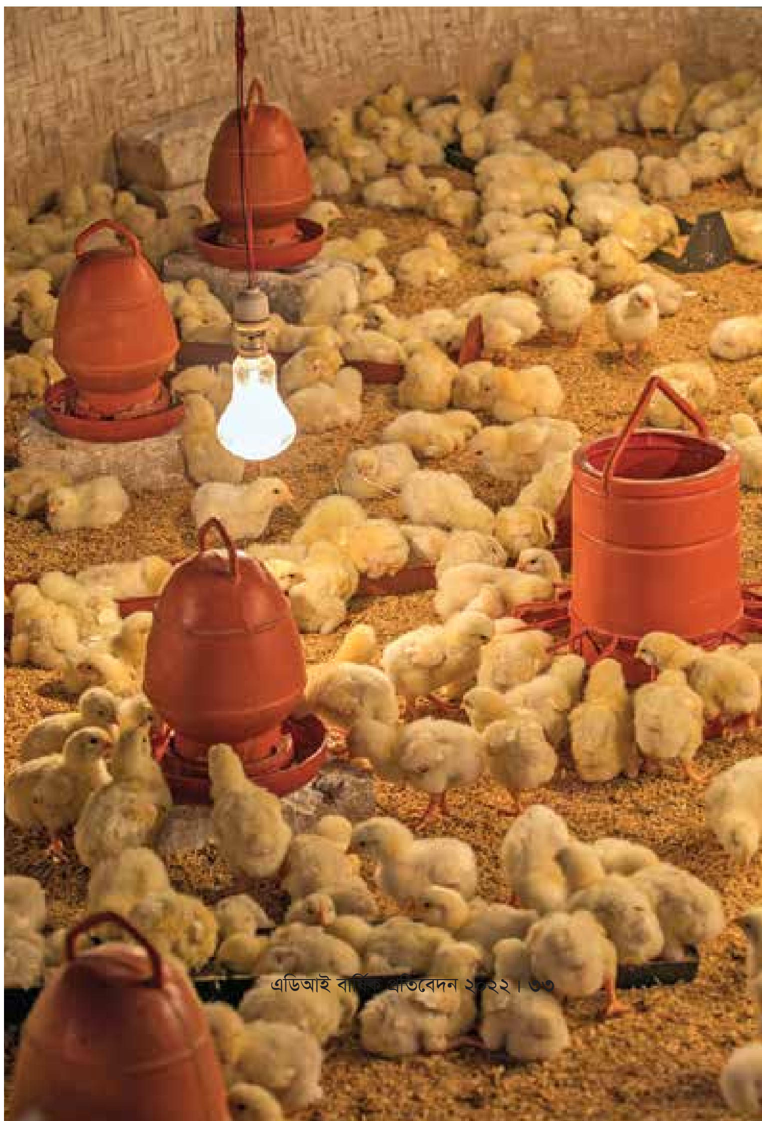

সমৃদ্ধি কর্মসূচী

টেকসই দারিদ্র দূরীকরণ এবং দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচী সেপ্টেম্বর ২০১৪ সাল হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় নড়াইল জেলার সদর উপজেলার হবখালী ইউনিয়নে ৪,৭৪৯টি (খানা) পরিবারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল দরিদ্র পরিবার সমুহের দরিদ্রতা হ্রাস, সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিরমাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা যাতে তাঁরা নিজেদের মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

কর্মসূচি ঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, যুবউন্নয়ন, বয়স্কদের জীবন মানউন্নয়ন, বাল্য বিবাহপ্রতিরোধ, বিশেষ সঞ্চয়, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন,অগভীরনলকূপ ও কালভার্ট নির্মান বা মেরামত, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন ঃ নির্বাহী পরিচালকের দিক নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় ফোকাল পার্সনের তত্বাবধানে মোট ৪৩ জন কর্মকর্তা/কর্মীদের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রম ঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচী আওতায় মা ও শিশুদের শারিরীক ও মানসিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় সক্ষম দম্পতিকে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত জন্মনিয়ন্ত্রন উপকরণ ব্যবহারের পরামর্শ ও আগ্রহী করে তোলার ফলে মোট ২৮৬৫ জন জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহন করেছে। এই অর্থ বছরে ৩৭৪ জন গর্ভবতী এবং ১৮১ জন প্রসবত্তোর মাকে ১০৪২০ টি এবং এই পর্যন্ত ৯৬৩২ জনকে ৬১০৮০ টি আয়রণ ফলিক এসিড প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ৪০ উর্ধ্ব পুরুষ ও মহিলার মাঝে এই অর্থ বছরে ১২১২৫ টি এবং এই পর্যন্ত ৪০০২৫টি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বিতরন করা হয়েছে। পুষ্টি সেবার আওতায় ৫ বৎসরের নীচে শিশুদের মধ্যে এই অর্থ বছরে ৩১৫০ টি এবং এই পর্যন্ত ১৯৭৪০ টি পুষ্টিকনা বিতরন করা হয়েছে। তাছাড়া ৮-৭০ বছর বয়সের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরন করা হয়। এই বছরে ৪০৫৬টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরন করা হয়েছে এবং এই পর্যন্ত ৪৭৪০০টি বিতরন করা হয়েছে।

ডায়াবেটিক ঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ মাঠ পর্যায়ে খানা পরিদর্শনের সময় এলাকার লোকজনকে ডায়াবেটিক সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি ডায়াবেটিক পরীক্ষা করে থাকে। পরীক্ষার ফলাফল যদি মাত্রাতিরিক্ত হয় সেক্ষেত্রে ডায়াবেটিক হাসপাতালে রেফারকরা হয়। পরীক্ষার পাশাপাশি রোগীদের ব্যায়াম, খাবার নিয়মাবলী, নিষেধাজ্ঞা এবং এমবিবিএস ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ সেবে-নের বিষয়টি পরামর্শ প্রদান করা হয়। ডায়াবেটিক পরীক্ষার বিষয়ে জনগনের আগ্রহ বাড়ছে এবং এতে ডায়াবেটিক পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ এই বিষয়ে অনেক সচেতন হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ১২১৯ জন এবং এ পর্যন্ত ৮৬৯৮ জনকে ডায়াবেটিক পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা কার্ড ঃ এলাকার জনগন যাতে সংস্থার স্ট্যাটিক ক্লিনিক,স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবংবিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিনামূল্যে সেবা গ্রহন করতে পারে সেজন্য স্বাস্থ্যসেবা কার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া পরিবারের সদস্যরা বিনামুল্যে কৃমিনাশক, ক্যালশিয়াম, আয়রন ও পুষ্টিকনা জাতীয় ঔষধ পেয়ে থাকে। দৃষ্টিহীন রোগীকে বিনামূল্যে চোখের ছানী অপারেশনের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সংস্থার নির্ধারিত ফোন নাম্বারে কল করে ২৪ ঘন্টা জরুরী স্বাস্থ্যসেবা/পরামর্শ পেয়ে থাকে। এই পর্যন্ত ৪,৭৪৯টি পরিবারের মধ্যে পারিবারিক "স্বাস্থ্য সেবা কার্ড" প্রদান করা হয়েছে। অর্থবছরে ৬২৬ টি এবং এই পর্যন্ত মোট ৯৪৮৬টি স্বাস্থ্য সেবা কার্ড বিক্রী ও নবায়ন করা হয়েছে। ০৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতি দিন ২৫টি খানা পরিদর্শন করে বিভিন্ন সচেতনতা ও পরামর্শমূলক সেবা স্বাস্থ্যসেবা কার্ডে লিপিবদ্ধ করে।

খানা পরিদর্শন ঃ সমৃদ্ধি কর্মসূচী এলাকায় মোট ৪,৭৪৯টি খানা রয়েছে। বর্তমানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ০৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক রয়েছেন যারা প্রতি দিন ২০টি খানা পরিদর্শন করে বিভিন্ন সচেতনতা ও পরামর্শমূলক সেবা স্বাস্থ্যসেবা কার্ডে লিপিবদ্ধ করে।খানা পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাছে ওজন ও প্রেসার মাপার মেশিন, ডায়াবেটিস পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, মুয়াক টেপ, কটন, হেক্সিসল, গজ, ব্যান্ডেস থাকে যা প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে।

স্ট্যাটিক ক্লিনিক ঃ সমৃদ্ধি অফিসে প্রতি দিন নিয়মিত মায়েদের গর্ভবস্থায় যত্ন , উচ্চ রক্তচাপ, জ্বর, আমাশয়, ডায়রিয়া, ডায়াবেটিক চেক-আপ এবং সাধারণ রোগের চিকিৎসা এবং পরামর্শ প্রদান করে থাকে। কোভিড এর জন্য সরকারের বিধি নিষেদ থাকায় সারা বছর ব্যাপি স্ট্যাটিক ক্লিনিক চালানো সম্ভব হয়নি। এই অর্থবছরে ১৫৩ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ৬৭১ জনকে এবং এপর্যন্ত ১,৫০৭টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ১০,৯০৫ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। জটিল এবং কঠিন রোগের ক্ষেত্রে সংস্থার নির্ধারিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে এবং অতিজরুরী প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে নেবুলাইজার মেশিনে শ্বাসকষ্টের কারণে শিশুদের নিরাময়ে সহায়তা করা হচ্ছে।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ রোগীর চাহিদার ভিত্তিতে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রতি সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত ২৮০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে ৮,৬০২ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সরকারি হাসপাতালের এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।এই অর্থবছরে ২৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনি-কের মাধ্যমে ৬৪৪ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ঃ প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ক্যাম্প করা হয়। এ পর্যন্ত ২৪ টি সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ৩,০৮৪ জন রোগীর সেবা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্যাম্প যেমন: মেডিসিন ও ডায়াবেটিস, চক্ষু চিকিৎসা,নাক- কান - গলা চিকিৎসা এবং গাইণী চিকিৎসা ক্যাম্প করা হয়। অর্থ বছরে ১টি স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে ৪৮ জন রোগী-কে সেবা প্রদান করা হয়। এ ধরণের ক্যাম্পে সাধারণত বিশেষজ্ঞ মেডিকেল অফিসারগণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। জনগনের মাঝে প্রচারের জন্য লিফলেট, ব্যানার, ও মাইকিং করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকে।

বনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প: চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে চোখের ছা-নিজনিত রোগীর চিকিৎসা জন্যচক্ষু ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। রোগীদের স্বাস্থ্য চেকআপ করার পর ছানি অপারেশনের দিন ধার্য্য করে ছানি অপারেশ-নের জন্য সেন্টারে নেওয়া হয়ে থাকে। রোগীদের বিনামূল্যে যাওয়া- আসা, চশমা, ঔষধ, অপারেশনসহ নুন্যতম খাবার পরিবেশন ও অফিসের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। চলতি অর্থ-বছরে০১টি বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প এর মাধ্যমে ১১৫ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয় এবং ১৫ জনকে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। সংস্থা এই পর্যন্ত ১১৭ জনকে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র

শিশু শিক্ষাসহায়তা কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হল শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন ও আগ্রহ তৈরী, নৈতিক শিক্ষা প্রদান, স্কুল ভীতি দূর করা এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করা। দরিদ্র পিতা-মাতা নিরক্ষর বিধায় সন্তানদের পড়া তৈরীতে সহায়তা করতে পারে না, ফলে সন্তানরা স্কুলে সন্তোষজনক ফলাফল করতে না পারায় সহপাঠিদের সামনে লজ্জা পেয়ে স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যায়নরত সমৃদ্ধি কর্মসূচীর এলাকায় ৭৬০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ৩০টি শিক্ষা সহায়তাকেন্দ্র পরিচালনা করছে। কেন্দ্রসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে শিক্ষক-অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া শিক্ষা সুপারভাইজার প্রতি মাসে ২ বার শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের সময় পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠদান, পাঠদান পদ্ধতি, পরিস্কার পরিচ্ছনতা, মৌলিক ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি পর্যবেক্ষন করে এবং মনিটরিং খাতায় পরামর্শ দিয়ে থাকে। শুক্রবার এবং সরকারি ছুটি ব্যতিত প্রতিদিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ২ ঘণ্টা পাঠদান চলে। শিক্ষা সহায়তাকেন্দ্র সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর

কমিউনিটি ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

উদ্যমী (ভিক্ষুক) সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম ঃ ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে এক জন মানুষ তার জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থা এই কর্মসূচীর আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৪ জন উদ্যমী (ভিক্ষুক) সদস্যকে পুনর্বাসন করেছে। পুনর্বাসন করার জন্য প্রতিটি পরিবারের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। অনুদানের টাকায়সদস্যরা ইঞ্জিনচালিত ভ্যান, জমি বন্ধক, গাভী ক্রয়, ছাগল ক্রয়, গোয়াল ঘর তৈরী, কাপড়ের ব্যবসা, আবাসিক ঘর মেরামত কাজে ব্যবহার করেছে। বর্তমানে উদ্যমী সদস্যদের দৈনিক আয় বেড়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি থেকে তারা সরে এসে সামাজিক-ভাবে গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পেয়েছে।

বিশেষ সঞ্চয় ঃঅতিদরিদ্র, ভিক্ষুক, দুস্থ মহিলা পরিবার প্রধান এবং পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যরা ভৌত সম্পদ ক্রয় এবং উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করে সম্পদ ও সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একজন সদস্য প্রতি মাসে নিয়মিত ৮০০ টাকা করে ২৪ মাসে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জমাকৃত অর্থের সমপরিমাণ (সর্বোচ্চ ২০হাজার) অর্থ সংস্থা হতে প্রদান করা হয়। ২০ জনকে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। অর্থবছর পর্যন্ত ১৯ জন সদস্যের মেয়াদপুর্তি শেষে তাদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমান ছিল ২,৩১,০৬১/ টাকা এবং অনুদান হিসাবে ২,৩১,০৬১ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ১৯জন সদস্যার পূঁজির পরিমান ৪,৬২,১২২/ টাকা। এতে প্রমানিত হয় যে, সঞ্চয় মানুষের পূঁজি গঠনে সহায়তা করে।

পরিবারভিত্তিক স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ঃ স্বাস্থ্য সেবার গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয় হচ্ছে স্যানিটারী ল্যাট্রিন। কর্মএলাকার দরিদ্র পরিবার সমুহের অনেকেই স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করেনা। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার না করার ফলে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সংস্থা এপর্যন্ত মোট ৩৭০টি পরিবার পর্যায়ে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ এবং স্থাপনে সহায়তা করেছে।প্রতি অর্থ বছরে পরিবারের মধ্যে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পারিবারিক স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ ও স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে দেখা যায় দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠির পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন হয়েছে।

কমিউনিটি ল্যাট্রিন, অগভীর নলকূপ ও কালভার্ট নির্মান ঃ হবখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মসজিদ, মন্দির এবং মাদ্রাসায় ২৯টি ল্যাট্রিন স্থাপন এবং ১৭টি অগভীর নলকূপ স্থাপন ও মেরামত এবং ২টি ব্রীজ ও ১টি কালভার্ট সহ মোট ৪৯টি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রম সংস্থা এবং কমিউনিটির অং-শিদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসই-ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতি ওয়ার্ডের স্থানীয় মেম্বারকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ৯টি ওয়ার্ডে "ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি"গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ৯টি ওয়ার্ড কমিটিতে সর্বমোট ৩১৯ টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৩৬টিওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি ঃ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত ৩ জন মহিলা সদস্য, ৯টি ওয়ার্ডের ৯ জন মেম্বার, সমৃদ্ধি ওয়ার্ড কমিটি থেকে ৯ জন এবং ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ১ জন ও ২ জন গ্রাম্য পুলিশকে নিয়ে মোট ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। ষান্মাসিক ভিত্তিতে এই কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়। চলতি অর্থ বছরে ০২টি এবং এ পর্যন্ত ০৯টি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা করা হয়েছে।

সমৃদ্ধি কেন্দ্র ঘর নির্মান ঃ সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা,এলাকার বি-ভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজের পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ক্যাম্প এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়-নের জন্য ৯টি ওয়ার্ডের সুবিধা জনক ও জনবহুল স্থানে ৯টি "সমৃদ্ধি কেন্দ্র" নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মান ঃ বসতবাড়ির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবা-রগুলো যেন সারাবছর শাকসবজি ও ফলমুল উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে অতিরিক্ত সবজি ও ফলমূল বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারে এই লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬০টি সমৃদ্ধ বাড়িমডেল আকারে তৈরী করা হয়। সমৃদ্ধ বাড়িতে সাজনা, লেবুসহ ফলজ, বনজ, মসলা (আদা, হলুদ, পেয়াজ) ঔষধি (বাসক, তুলসী, নিম) গাছ ও বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ, মাচায় সবজি চাষ করা হয়। জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রতিটি বাড়িতে কম্পোষ্ট সার তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া গবাদি পশু-পাখি পালন, পুকুরে মাছ চাষ, কেঁচো সার তৈরী ও নিজস্ব চাহিদা পূরণ পরবর্তী বিক্রির ব্যাপারে সংস্থা হতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আদর্শ বাড়ি তৈরীতে সহায়তা করছে। সমৃদ্ধ বাড়ি তৈরীতে সংস্থা হতে যে সকল উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যেবাড়ির সম্মুখভাগে গেইট তৈরীতে সহায়তা,হাঁস-মুরগীর ঘর, কবুতরের ঘর, কেঁচো সার তৈরীর একটি প্লান্ট, বন্ধু চুলা,৮ প্রকার গাছের চারা বিতরণ যেমন: সাজনা, আমড়া, আম, লেবু, মাল্টা, তেজপাত-া,মেহগনি,ইপিল-ইপিল,শাক-সবজি বীজ ৬ প্রকার যেমন:লাল শাক,পুঁই শাক,লাউ,মিষ্টি কুমড়া,মূলা,কলমি, সেক্স ফেরোমন ট্রাম্প- ২টি।

উন্নয়নে যুব সমাজ

যুবদের সৃজনশীলতা চর্চার মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় যুবউন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করানোর লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক বিষয়ে যুবকদের সচেতন,আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং দায়িত্বশীল সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ১৪-৩০ বছরের মধ্যে ১,২৮৯ জন কিশোর-কিশোরীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ২১সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ৯টি ওয়ার্ড কমিটি থেকে ২২ এবং অফিস প্রতিনিধি হিসাবে ৩ জন মোট ২৫ জন নিয়ে ইউনিয়ন যুব কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ১৭টি ব্যাচের মাধ্যমে ৫৪১ জন যুব-যুবতীদের ২ দিনব্যাপী যুবসমাজের আত্ম উপলদ্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে যুবদের ৪টি ব্যাচে ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আয়বর্ধনমুলক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ঃ সমৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমুলক কার্যক্রমে এ পর্যন্ত মোট ৩২ টি ব্যাচে ৭৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিষয়সমূহ যথাক্রমে- (ক) জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ, গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবস্থাপনা এবং পুকুরে মাছ চাষ। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নড়াইল সদর উপজেলার কৃষি, মৎস্য এবং পশুসম্পদ কর্মকর্তা।। প্রশিক্ষণের ফলে সদস্যদের আগ্রহ বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার ফলে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। অনেক সদস্যই বর্তমানে উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। চলতি অর্থবছরে ৪ব্যাচে মোট ১০০ জনকে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রশিক্ষণঃ মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শককে ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের ডায়াবেটিক পরীক্ষা বিষয়ে দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয় যাতে তাঁরা ডায়াবেটিক রোগীদের সঠিক পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়। স্তন ও জরায়ু ক্যান্সার প্রাথমিকভাবে রোগী সনাক্তকরণ বিষয়ে এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।চলতি অর্থ-বছরে ১ ব্যাচে ০৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ শিক্ষকরা যেন শিশুদের দক্ষতার সাথে জ্ঞানদান করতে পারে সেজন্য ৩০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষকগন বাংলা, গণিত এবং ইংরেজী বিষয়ে পড়ানোর কৌশল এবং বর্ণ থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বাক্য তৈরীর বিষয়গুলো সর্ম্পকে তাছাড়া নৈতিক শিক্ষার বিষয় সমূহ সর্ম্পকে শিশুদের যথাযথ ধারনা প্রদান করতে পারছে। চলতি অর্থ-বছরে ১ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

দিবস উদযাপন ঃ জাতীয় যুব দিবসঃ ইউনিয়নের যুবদের নিয়ে ০১নভেম্বর ২০২১ তারিখে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‌্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে হবখালী ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় থেকে যুব সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। এডিআই প্রধান কার্যালয়ের জনাব মোঃ আনি-সুর রহমান স্যার উপস্থিত ছিলেন। সমৃদ্ধি কর্মসূচির এ ধরণের অনুষ্ঠানের ফলে যুবদের নেতৃত্ব এবং তাদের সমাজে করণীয় নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি।

জাতীয় শিশু দিবস ঃ সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে। উল্টর সিঙ্গিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭০জন শিক্ষার্থীদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্র-তিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস ঃ ০২ জানুয়ারী ২০২২ তারিখ এডিআই সমৃদ্ধি কর্মসূচি অফিসে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত হয়। এ দিনে যুবরা তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের সেবামূলক কাজ উপস্থাপন করেন এবং পরবর্তী পরিকল্পনা সকলের মাঝে শেয়ার করেন। এত করে অনগ্রসরমান ওয়ার্ডগুলির মধ্যে শিখন প্রক্রিয়া তৈরী হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরী হয় আন্তর্জাতিক দূনীতি বিরোধী দিবসঃ ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক দূনীতি বিরোধী দিবস মানববন্ধন ও আলোচনা সভার মাধ্যমে হবখালী ইউনিয়নে পলিত হয়। দিবসটি যথাযেগ্য মর্যাদা পায় এবং উদীয়মান যুবকেরা দূর্নীতিকে ঘৃনা করা সহ বিরোধীতা করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। এ ধরণের অনুষ্ঠান করার জন্য এডিআই-কে সাধুবাদ জানান।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের রক্তের গ্রুপিং ঃ মাগুরা জেলা প্রশাসনের অফিস আদেশ এবং এডিআই এর সহকারী পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক বেরইল পলিতা ইউনিয়নের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের রক্তের গ্রুপিং করা হয়। বেরইল পলিতা ইউনিয়নের চাঁদপুর ও বাট্টাজোড় গ্রামের মোট ৩৭৪ জনকে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপিং করা হয়। এত করে বেরইল পলিতা ইউনিয়ন পরিষদ এবং মাগুরা জেলা প্রশাসনে এডিআই এর সুনাম ও দক্ষতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শাখা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প পরিচালনা ঃ এডিআই আমুড়িয়া এবং মাগুরা আঞ্চলিক অফিসের আওতায় শাখা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প পরিচালন-ার নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি শাখায় বিনামূল্যে প্রেসক্রিপশন প্রদান এবং স্বল্পমূল্যে রক্তের গ্রুপিং ও ডায়াবেটিক নির্ণয় করা হয়। তাছাড়া কোভিড-১৯ কালে ঋণ গ্রহণকৃত সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ সহায়ক কর্মকান্ডঃ এডিআই এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক শাখা পর্যায়ের ঋণ গস্থহণকৃত সদস্যদের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোবস বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও ৫৮৬ জনের বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা রেজিস্ট্রেশন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রক্তের গ্রুপিং, সমৃদ্ধি শিক্ষা সহ-য়তা কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের মাস্ক পরি-ধানে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা উদ্বুদ্ধমূলক কার্যক্রম এবং যুবদের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

ভুমিকাঃ দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করার জন্য পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগীতায় এডিআই বহুমাত্রিক কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের জন্য পরিপোষক ভাতা ও বিশেষ সহায়তা প্রদান, প্রবীন সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবাপ্রদানকারী শ্রেষ্ট সন্তান সম্মাননা প্রদান, অতি দরিদ্র প্রবীণদের জন্য বিশেষ ঋন সুবিধা ও প্রশিক্ষন প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রবীণদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। তাছাড়া কর্মসূ-চির আওতায় প্রবীণদের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে সামাজিক কেন্দ্র নির্মানের পরিকল্পনা রয়েছে যেখানে এ ধরণের সকল প্রবীণ একত্রীত হয়ে খেলাধুলা, পত্রিকা পঠন, বিনোদন, গল্প, আড্ডায় মেতে থাকলে কিছুটা সময়ের জন্যও তারা আনন্দ পেতে পারে।

জরিপ কার্যক্রম ঃ কর্মসূচীটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হবখালী ইউ-নিয়নে ৪৭৪৯ টি খানা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপ শেষে নারী ৬৪১ জন এবং পুরুষ ৬৪৩ জন সর্বমোট ১২৮৪ জন প্রবীণ পাওয়া যায়।প্রবীন কমিটি গঠন ঃ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে (৯টি ওয়ার্ড) ১১ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্ড কমিটি এবং ২৭ জনকে নিয়ে ইউনিয়নের সাধারন কমিটি গঠিত হয়। ২৭ জন সদস্যর মধ্য থেকে ১১ জনকে কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ২০৪টি ওয়ার্ড কমিটির মিটিং এবং ২১টি ইউনিয়ন কমিটির মিটিং করা হয়েছে। প্রবীণ নেতৃবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ ঃ কর্মসূচীর বিষয়ে ধারনা প্রদান, কমিটির সদস্য হিসাবে দায়দায়িত্ব ,স্থানীয় সরকার ,সরকারী/বেসরকারী প্র-তিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ সমন্বয় সাধন ও মনিটরিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি ব্যাচে মোট ১৪১জন প্রবীণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ষ্টাফদের প্রবীণ কর্মসূচি সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন ঃ ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রমের১ব্যাচে মোট ১৪জন ষ্টাফকে প্রবীণ কর্মসূচী সম্পর্কে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে স্টাফদেরকে প্রবীণ কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়।প্রবীণ পরিপোষক ভাতা (বয়স্ক ভাতা) ঃ প্রবীণ কমিটির সদস্যদের সহায়তায় বাড়ী বাড়ী সরজমিনে পরিদর্শন করে হতদরিদ্র প্রবীণ দের প্রতি মাসে ৫০০/ টাকা করে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ৯৬৮ জনকে প্রতি মাসে ৫০০/ টাকা করে মোট ৪,৮৪,০০০/ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এপর্যন্ত বয়স্ক ভাতা হিসাবে মোট ২০,২৭,৫০০/ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা প্রদানের বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক, নড়াইল সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার,ইউপি চেয়ারম্যান সংস্থার সহকারী পরিচালক, জোনাল ম্যানেজার , রিজিওনাল ম্যানেজার ও এলাকার প্রবীণ কমিটির সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাতা প্রদান করা হয়। ভাতা প্রাপ্তির ফলে অতিদরিদ্র প্রবীণদের স্বস্তিতে চলাফেরা করতে পারে। অসুস্থ প্রবীণগন নিয়মিত ঔষধ কিনে খেতে পারে। নিজের ইচ্ছে মত টাকা খরচের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে।

মৃত প্রবীনদের সৎকারের জন্য সহযোগীতা ঃ কর্মসূচীর আওতায় প্রবীণদের মধ্যে অসচ্ছল বা হতদরিদ্র প্রবীণ মারা গেলে তাৎক্ষনিকভাবে তার বাড়ীতে গিয়ে কমিটির সদস্য ও ইউপি সদস্যদের সমন্বয়ে মৃত প্রবীণের সৎকারের জন্য ২০০০/ টাকা নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১২ জনকে ২৪০০০/ টাকা এবং এ পর্যন্ত মোট ৫১ জনকে ১০২০০০/ টাকা প্রদান করা হয়।উপকরণ বিতরণঃ কর্মসূচীর আওতায় শারীরিকভাবে নাজুক ও সুবিধাব-ঞ্চিত,দুঃস্থ প্রবীণদের বিশেষ সহায়তা হিসাবে এপর্যন্ত ২৪৭ জন প্রবীনদের মাঝে ১৩০টি কম্বল, ২০টি চাদর,২০টি ছাতা,২০টি কমোড চেয়ার,৫০টি ওয়াকিং স্টিকও ০৭টি হুইল চেয়ার সর্বমোট ২৪৭টি উপকরন প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদানের বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার,নড়াইল সদর,চেয়ারম্যান হবখালীইউপি এবং সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তাগন এবং এলাকার প্রবীণ কমিটির সমন্বয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাতা প্রদান করা হয়।হুইল চেয়ার ও ওয়াকিং স্টিক পাওয়ার পর তাঁদের চলাফেরা সহজতর হয়েছে,ফলে বার্ধক্য জীবনে প্রবীণদের স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে ০৩টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন ঃ প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নড়াইল সদর উপজেলার ০২ নং হবখালী ইউনিয়নের হাড়িগড়া গ্রামে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা, আনন্দ বিনোদন খেলাধুলা ও সভা সেমিনার করার জন্য একটি প্রবীণ সামাজিককেন্দ্র স্থাপন করা হয়। প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন নড়াইল সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ,হবখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, প্রবীণ কমিটির সভাপতি, জমি দাতা, ইউপি মেম্বার,সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তা ও এলাকার গন্যমান্য সদস্যবৃন্দ।

প্রবীণ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সম্মাননা ও হুইল চেয়ার প্রদান ঃ নড়াইল জেলার সদর উপজেলার হবখালী ইউনিয়নে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা এডিআই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিটির বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়ন করছে। যার অংশ হিসাবে ইউনিয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নবীন প্রবীণ ফুলবল খেলা সহ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরন, প্রবীন সম্মান-না ও প্রবীণদের সেবাপ্রদানকারী শ্রেষ্ট সন্তান সম্মান-না এবং হুইল চেয়ার প্রদান অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ০২ নং হবখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ টিপু সুলতান , সহকারী পরিচালক মোঃ আলিয়ার রহমান (মাগুরা), রিজোনাল ম্যানেজার (আমুড়িয়া অঞ্চল) মোঃ আমিনুর রহমান, রিজোনাল ম্যানেজার (মাগুরা অঞ্চল) মোঃ আমিনুল ইসলাম, রিজোনাল ম্যানেজার (ঢাকা অঞ্চল) মোঃ আলমগীর হোসেন,ইউ-নিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ রুহুল আমিন সহ আরো অনেক, গন্যমান্য অতিথিবৃন্দ।

ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রবীণদের খেলাধুলা ঃ ০৮.০৩.২২ তারিখ থেকে ২০.০৩.২২ তারিখ পর্যন্ত ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কমিটির পরিচালনায় প্রত্যেক-টি ওয়ার্ডে খেলাধুলা পরিচালনা করা হয়। ওয়ার্ড পর্যায়ে খেলাধুলায় অংশ গ্রহনকারী খেলোয়ারদের মধ্য থেকে বিজয়ী খেলোয়ার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারী খেলোয়ারদের ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৪.০৩.২০২২ ইং তারিখের নবীন প্রবীণ ফুলবল প্রতিযোগিতার পর পুরষ্কার বিতরন করা হয়।ফুটবল প্রতিযোগীতায় নবীন ১৪ জন খেলোয়ার এবং প্রবীন ১৪ জন খেলোয়ার বাছাই করা হয় , তার মধ্যে ১১ জন নবীন খেলোয়ার এবং ১১ জন প্রবীন খেলোয়ার মাঠে খেলা করেন বাকিদেরকে রিজার্ভ খেলোয়ার হিসাবে রাখা হয়।

খেলার সময় সীমা নির্ধারন করা হয় ৪০ মিনিট । ১ম আর্ধে ১৫ মিনিট খেলার পর ১০ মিনিট বিরতি দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় আর্ধে ১৫ মিনিট সর্বমোট ৪০ মিনিট খেলা হয় । খেলায় প্রবীন দল ০৩ গোল দেয় এবং নবীন দল ০২ গোল দেয় । প্রবীণ দল বিজয়ী হয় । ম্যান অপ দ্যা ম্যাচ হিসাবে নির্বাচিত হয় প্রবীণ গোল রক্ষক সুবাস চন্দ্র রায়কে । আনন্দঘন উল্লাসে অতিথিবৃন্দ খেলোয়ারদের মেডেল, ট্রফি সহ সকল খেলার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরন করেন।

কিশোরী উন্নয়ন কার্যক্রম

কৈশরকাল একজন মেয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় উপযুক্ত পারিবারিক শিক্ষা ও সঠিক দিক নির্দেশনা পেলে অপার সম্ভাবনাময় কিশোরীর জীবন সুন্দর ও অর্থবহ নারী জীবনে বিকশিত হতে পারে। এইউপলব্দি হতে ১৯৯৯ সাল থেকে কিশোরীদের সংগঠিত ও সচেতন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে, যাতে কিশোরীরা পরিবার ও সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ সংস্থার দলীয় সদস্যদের কিশোরী সন্তান, বিভিন্ন ক্লাব বা সংগঠন এবং স্কুল এর কিশোরী ছাত্রীদের নিয়ে দল গঠনের মাধমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচেছ। কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচির কতিপয় কার্যক্রম নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হল:

কিশোরী সংগঠন ঃ মাগুরা জেলার সদর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ৪টি গ্রামে মোট ১০২ জন কিশোরীকে নিয়ে ৫টি দল গঠন করা হয়েছে। কিশোরী সদস্যরা নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সভায় মিলিত হয়ে সঞ্চয় তহবিল গঠন করছে। এই পর্যন্ত সদস্যরা ৯৬,৫২৩/ টাকার সঞ্চয় তহবিল গড়ে তুলেছে। এই তহবিল থেকে সঞ্চয় উত্তোলন করে কিশোরীরা আয়মুখী কাজ করছে।

কিশোরী উন্নয়ন শিক্ষা ঃ কিশোরীদের নিয়ে দলীয় সভায় বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: কৈশোর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমুহ, কৈশোরে স্বাস্থ্য সমস্যা ও প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমন, এইচ,আই,ভি এইডস ও যৌন নি-পড়ন, বাল্য বিবাহ ও পরিবার পরিকল্পনা, শিশু জন্মগ্রহন প্রক্রিয়া, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, নেশা/আসক্তি, মা ও শিশুর যত্ন ও টিকাদান ইত্যাদি।

এপর্যন্ত কিশোরী ও নারীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য বিধি সহায়িকা, কৈশোর কথা নামে কিশোরীদের বষঃন্ধিকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫টি বই বিতরণ করা হয়। বই এর মাধ্যমে কিশোরীরা কৈশোরের শারিরীক পরিবর্তন, মাসিক, মাদকাসক্তি, যৌন হয়রানি, এইড্স, বাল্য বিবাহ, নিরাপদ মাতৃত্ব, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারসমূহ এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জানতে পারছে।

নির্মল বিনোদন ঃ বয়ঃসন্ধি কালের মানসিক পরিবর্তনে নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। দলভূক্ত কিশোরীদেরকে উন্নয়নমূলক বিনোদন ব্যবস্থা যেমন নাচ, গান, আবৃত্তি, গল্প বলা ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত রাখা হচ্ছে, যাতে হতাশা ও বিষন্নতা থেকে তারা দূরে থাকতে পারে এবং ইতি বাচক মনোভাব নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ৫টি দলে লুডু সরবরাহ করা হয়েছে যাহ প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র দলের কিশোরীগণ বৈকালিক সময় কাটানোর সুযোগ পাচ্ছে।

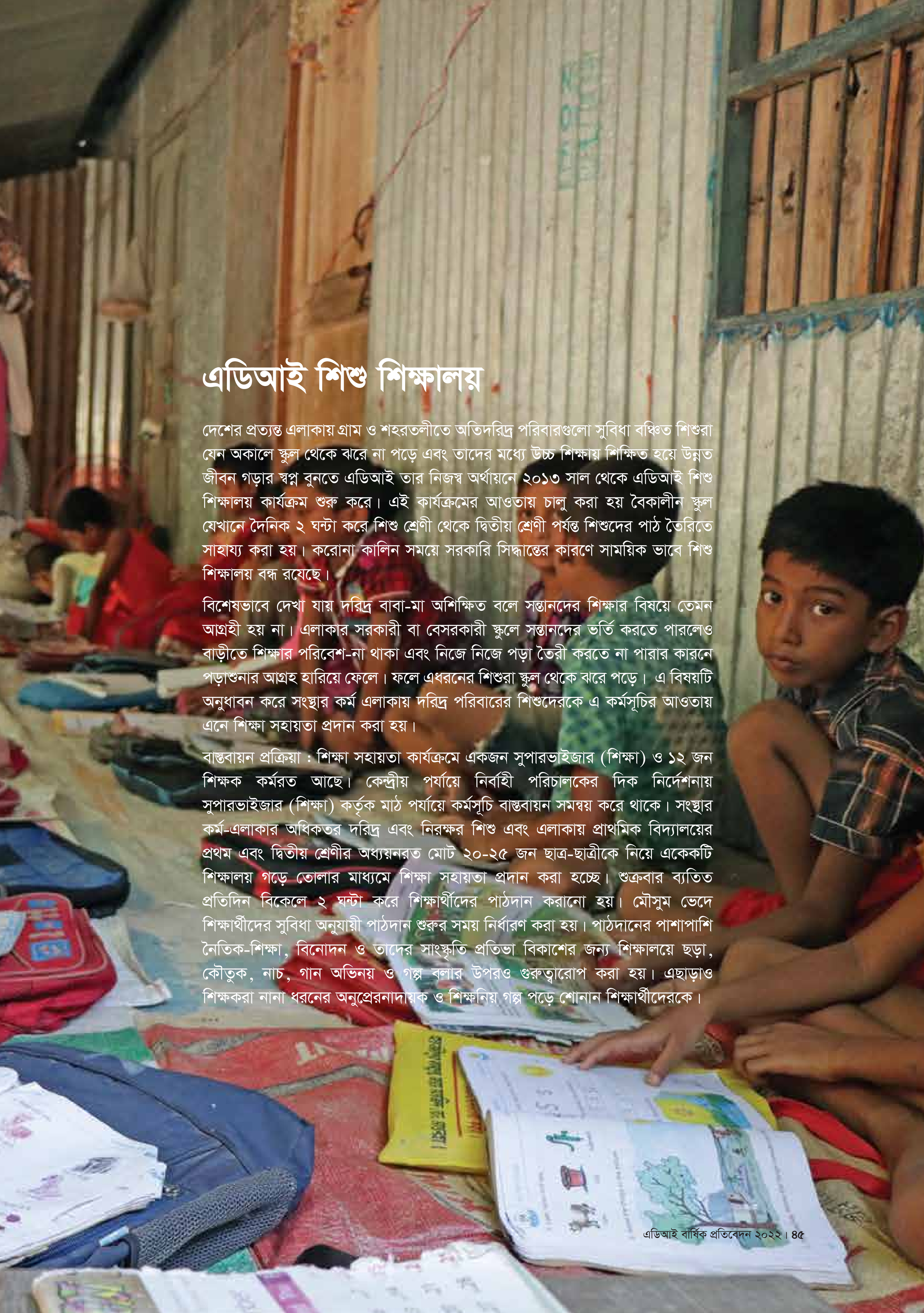

এডিআই শিশু শিক্ষালয়

দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রাম ও শহরতলীতে অতিদরিদ্র পরিবারগুলো সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা যেন অকালে স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে এবং তাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উন্নত জীবন গড়ার স্বপ্ন বুনতে এডিআই তার নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৩ সাল থেকে এডিআই শিশু শিক্ষালয় কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের আওতায় চালু করা হয় বৈকালীন স্কুল যেখানে দৈনিক ২ ঘন্টা করে শিশু শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের পাঠ তৈরিতে সাহায্য করা হয়। করোনা কালিন সময়ে সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে সাময়িক ভাবে শিশু শিক্ষালয় বন্ধ রয়েছে।

বিশেষভাবে দেখা যায় দরিদ্র বাবা-মা অশিক্ষিত বলে সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে তেমন আগ্রহী হয় না। এলাকার সরকারী বা বেসরকারী স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করতে পারলেও বাড়ীতে শিক্ষার পরিবেশ-না থাকা এবং নিজে নিজে পড়া তৈরী করতে না পারার কারনে পড়াশুনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে এধরনের শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এ বিষয়টি অনুধাবন করে সংস্থার কর্ম এলাকায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে এ কর্মসূচির আওতায় এনে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া : শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে একজন সুপারভাইজার (শিক্ষা) ও ১২ জন শিক্ষক কর্মরত আছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নির্বাহী পরিচালকের দিক নির্দেশনায় সুপারভাইজার (শিক্ষা) কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমন্বয় করে থাকে। সংস্থার কর্ম-এলাকার অধিকতর দরিদ্র এবং নিরক্ষর শিশু এবং এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়নরত মোট ২০-২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে একেকটি শিক্ষালয় গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। শুক্রবার ব্যতিত প্রতিদিন বিকেলে ২ ঘন্টা করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হয়। মৌসুম ভেদে শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী পাঠদান শুরুর সময় নির্ধারণ করা হয়। পাঠদানের পাশাপাশি নৈতিক-শিক্ষা, বিনোদন ও তাদের সাংস্কৃতি প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষালয়ে ছড়া, কৌতুক, নাচ, গান অভিনয় ও গল্প বলার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষকরা নানা ধরনের অনুপ্রেরনাদায়ক ও শিক্ষনিয় গল্প পড়ে শোনান শিক্ষার্থীদেরকে।

Annexure-A1/2

Alternative Development Initiative
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Financial Position
As at 30 June 2022

Particulars	Note	Figures in BDT	
		2021-2022 (CFY)	2020-20121 (PFY)
Properties and Assets :			
A. Non-Current Assets:			
Property, Plant & Equipments	6.00	21,207,059	14,811,007
Work in Progress	7.00	-	2,423,210
Total Non-Current Assets		**21,207,059**	**17,234,217**
B. Current Assets:			
Loan to Members	8.00	1,513,107,899	975,858,114
Investment on FDR	9.00	95,129,604	76,501,979
FDR Interest Receivable	10.00	159,497	31,953
Loan to Staff	11.00	2,841,028	3,362,793
Receivable A/C PKSF	12.00	3,918,570	3,504,593
Advance & Prepayments	13.00	1,751,000	1,970,500
Unsettled Staff Advance	14.00	3,682,583	3,843,939
Stock & Stores	15.00	311,553	123,043
Cash in Hand	16.00	1,069,025	661,116
Cash at Bank	17.00	18,960,117	134,052,555
Total Current Assets		**1,640,930,876**	**1,199,910,585**
"Total Properties and Assets(A+B)		**1,662,137,935**	**1,217,144,802**
Capital Fund & Liabilities:			
A. Capital Fund			
Cumulative Surplus	18.00	278,535,858	256,494,874
Statutory Reserve Fund	19.00	30,948,428	28,499,430
Total Capital Fund		**309,484,286**	**284,994,304**
B. Non Current Liabilities			
Loan from PKSF-Long Term	20.00	188,783,336	144,466,673
Loan from Commercial Bank-Long Term	21.00	88,831,677	11,400,210
Members Welfare Fund	22.00	73,541,182	59,894,926
Total Non -Current Liabilities		**351,156,195**	**215,761,809**

C. Current Liabilities

Annexure-A1/2

Alternative Development Initiative
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Financial Position
As at 30 June 2022

Particulars	Note	Figures in BDT	
		2021-2022 (CFY)	2020-20121 (PFY)
Loan from PKSF-Current Portion	23.00	203,683,334	154,299,997
Loan from Commercial Bank- Current Portion	24.00	70,410,515	22,224,945
Loan from PF, Gratuity & Security Fund	25.00	4,952,622	-
Members Saving Deposits	26.00	609,676,911	473,841,828
Staff Kalyan Tahbil	27.00	4,333,200	4,585,700
Loan loss provision (LLP)	28.00	91,640,286	47,333,471
Provision for Expenses	29.00	3,125,990	3,029,266
Provision for Interest on Term Savings	30.00	11,188,065	9,849,833
Provision for Interest on Staff Kalyan Tahbil	31.00	267,567	347,688
Corona Relief Fund	32.00	194,488	232,388
Reserve During Covid'19	33.00	-	26,060
Inactive Members Savings34.00	974,476	617,513	
Incentive & Stipend from PKSF	35.00	1,050,000	-
Total Current Liabilities		**1,001,497,454**	**716,388,689**
Total Capital Fund & Liabilities (A+B+C)		**1,662,137,935**	**1,217,144,802**

The annexed notes form an integral part of the Financial Statements

Chief Accountant

Executive Director

Chairman

Signed in terms of our annexed report of even date.

Place: Dhaka

Dated: 25 September 2022

Ahsan Manzur & Co.
Chartered Accountants
Md. Raghib Ahsan FCA
DVC: 2209270689AS342989

Alternative Development Initiative
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 June 2022

Particulars	Note	Figures in BDT	
		2021-2022 (CFY)	2020-20121 (PFY)
A. Income			
Service Charges on Members Loan	36.00	244,278,821	180,989,335
Reimbursement from PKSF against Programs and Projects Expenses	37.00	6,272,319	5,958,746
Bank Interest		541,724	859,945
Interest on FDR	38.00	1,865,407	3,630,629
Admission Fees		233,660	142,980
Sales of Pass Book		296,080	214,940
Sale of Loan form		221,995	170,635
Sales Group Regulation Register		44,200	41,900
Interest on House Loan		107,415	191,597
Written off Loan Recovered		130,876	129,249
Sales of old Assets		1,150	11,200
Income from Dormitory		11,403	-
Income from Project (Health Cards & others Sales)		105,175	111,612
Education donation from staff		47,900	46,280
Other Income		476,499	15,657
Total Income (A)		**254,634,624**	**192,514,705**
B. Expenditure			
Interest paid on Member's Savings	39.00	26,930,210	23,634,123
Interest (Service charge) paid on PKSF Loan	40.00	15,437,542	14,364,333
Interest paid on Bank Loan	41.00	4,218,816	6,815,854
Interest paid on PF,Gratuity & Security Loan		150,477	-
Interest paid on Staff Kalyan Tahbil		130,605	246,916
Bank Charges & Commission		629,909	410,003
Salaries & Allowances		96,238,407	84,098,069
Distance Allowance		562,998	363,040
Incentive for Staff		785,698	226,220
Staff Gratuity		4,259,850	3,006,250
Printing and Stationery		2,506,817	2,068,000
Office Rent		8,244,097	6,867,230
Travelling & Conveyance		2,411,542	2,091,527
Wages & allowance		247,486	90,770
Postage and Telephone		1,857,722	1,661,086
Advertisement		3,570	68,854
Signboard & Crockeries		243,885	199,686
Fuel Cost		1,863,094	1,759,524
Repair and Maintenance		693,607	539,538

Ahsan Manzur & Co. Chartered Accountants

Annexure-A1/3

Alternative Development Initiative

Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects

Statement of Comprehensive Income

For the year ended 30 June 2022

Particulars	Note	Figures in BDT 2021-2022 (CFY)	Figures in BDT 2020-20121 (PFY)
Electricity, Gas & Water Bill		1,067,746	1,021,456
Entertainment		485,827	282,251
Newspaper Periodicals		24,061	18,380
Training, meeting & seminar		393,759	173,709
Board meeting & honorarium		304,485	250,209
Audit Fees		90,000	90,000
Rebate		3,800,575	2,393,266
Legal Expense		258,241	172,312
Programs and Project Expenses:			
i. ENRICH		2,891,746	2,833,263
ii. Agriculture Units		1,250,835	1,283,797
iii. Fisheries & Livestock Units		3,054,548	3,044,471
iv. Probin		1,232,687	1,066,204
v. Education Program		-	25,000
vi. Group Members Skill Development Program		171,824	-
Registration Fee (MRA & CDF)		359,941	376,476
Income Tax		872,600	1,226,459
Donation & Rehabilitation		166,593	12,300
Software Service Charges		590,660	474,915
Consultancy Fee		237,083	84,583
Loss on Assets		81,534	73,348
Loan Loss Provision Expenses (LLPE)		44,306,815	6,240,586
Depreciation		1,593,391	1,761,680
Other Expenses		319,932	197,118
Total Expenditure (B)		**230,971,215**	**171,612,807**
Excess of Income over Expenditure (A-B)		**23,663,409**	**20,901,898**
Total		**254,634,624**	**192,514,705**

The annexed notes form an integral part of the Financial Statements

Chief Accountant

Executive Director

Chairman

Signed in terms of our annexed report of even date.

Place: Dhaka

Dated: 25 September 2022

Ahsan Manzur & Co.
Chartered Accountants
Md. Raghib Ahsan FCA
DVC: 2209270689AS342989

Annexure-A1/5

Alternative Development Initiative

Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects

Statement of Cash Flows

For the year ended 30 June 2022

Particulars	Figures in BDT	
	2021-2022 (CFY)	2020-20121 (PFY)
A. Cash Flows from Operating Activities		
Excess of Income over Expenditure	23,663,409	20,901,898
Add: Amount considered as non-cash items:		
Prior year adjustment with Surplus Fund	826,573	27,611
Loan Loss Provision (LLP)	44,306,815	6,240,586
Loss on Assets	81,534	73,348
Depreciation for the year	1,593,391	1,761,680
Sub-total of non -Cash Items	**70,471,722**	**29,005,123**
Loan Disbursement to Members	(537,249,785)	(11,016,692)
Increase/(Decrease) in Current assets	209,110	1,793,080
Increase/(Decrease) in current liabilities	2,445,338	(3,711,436)
Net cash used in operating activities	**(464,123,615)**	**16,070,075**
B. Cash Flows from Investing Activities:		
Acquisition of property, plant and equipment	(5,684,287)	(2,644,915)
Work in Progress	-	(2,423,210)
Investment	(18,627,625)	(16,684,901)
Net cash used in Investing activities:	**(24,311,912)**	**(21,753,026)**
C. Cash Flows from Financing Activities:		
Loan received	219,317,037	18,885,995
Member Savings	135,835,083	38,169,321
Member Welfare Fund	13,646,256	4,637,586
Others Loan	4,952,622	(27,305,832)
Net Cash used in financing activities	**373,750,998**	**34,387,070**
D. Net increase/decrease (A+B+C)	**(114,684,530)**	**28,704,118**
Add: Cash and Bank Balance at the beginning of the year	134,713,671	106,009,553
Cash and Bank balance at the end of the year	**20,029,142**	**134,713,671**

Chief Accountant

Executive Director

Chairman

Annexure-A1/6

ALTERNATIVE DEVELOPMENT INITIATIVE
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Statement of Changes in Equity
For the year ended 30 June 2022

Particulars	2021-2022 (CFY)			2020-2021 (PFY)		
	Cumulative Surplus	Statutory Reserve Fund	Total	Cumulative Surplus	Statutory Reserve Fund	Total
Opening Balance:	256,494,874	28,499,430	284,994,304	237,658,316	26,406,479	264,064,795
Current years surplus	23,663,409	-	23,663,409	20,901,898	-	20,901,898
Prior year adjustment	826,573	-	826,573	27,611	-	27,611
Total	**280,984,856**	**28,499,430**	**309,484,286**	**258,587,825**	**26,406,479**	**284,994,304**
Transfer to Statutory reserve fund	(2,366,341)	2,366,341	-	(2,090,190)	2,090,190	-
Prior year adjustment	(82,657)	82,657	-	(2,761)	2,761	-
Ending Balance:	**278,535,858**	**30,948,428**	**309,484,286**	**256,494,874**	**28,499,430**	**284,994,304**

Chief Accountant

Executive Director

Chairman

adi

অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
বাড়ী-৫৮ (৪র্থ ও ৫ম তলা), ব্লক-বি, রোড নং-০৩, নিকেতন, গুলশান-০১
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ, ফোনঃ +৮৮ ০২ ৯৮৬ ১৪১২
ই-মেইল : adi.bd.org@gmail.com
ওয়েব : www.adibd.org